Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/98	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	1287 b.s. (1880)
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	Stanhope Press
Author/ Editor:	Kedarnath Dutta	Size:	13x19.5 cm
		Condition:	Brittle
Title:	Kalyankalpataru	Remarks:	Ballad

কল্যাণকল্পতরু।

বৈষ্ণবচরণপরায়ণ
শ্রীকেদারনাথ দত্ত প্রণীত
ও তৎকর্ত্তৃক
কলিকাতা হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা হইতে প্রকাশিত।

"তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং,
যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥"
ভাগবতে।

কলিকাতা।
শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোংকর্ত্তৃক বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৮৭ সাল।

বিজ্ঞাপন।

আমার জীবনের অনেক অংশই পাষণ্ডতা-পরিপূর্ণ। বৃথা তর্ক, বৃথা জল্পনা, ইন্দ্রিয়সুখ, আলস্য ও নিদ্রাকর্ত্তৃক আমার জীবনের অধিকাংশ অপহৃত হইয়াছে। মেঘান্ধকার রজনীতে যেমত সময়ে সময়ে বিদ্যুল্লতার ক্ষণিক আলোক দ্বারা ধরাতল চমকিত হয়, তদ্রূপ আমার পাষণ্ড জীবনের কোন কোন সময়ে সাধু ও কৃষ্ণকৃপাক্রমে ভক্তিদেবীর কটাক্ষকিরণ পড়িত। সেই সেই অবসরে আমি আমার মনকে কিছু কিছু উপদেশ দিতাম এবং শ্রীশ্রীভগবচ্চরণারবিন্দে প্রার্থনা ও নিবেদন করিতাম। ঐ সকল উপদেশ, প্রার্থনা ও কীর্ত্তন হইতে কয়েকটী এই গ্রন্থে সংগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ করিলাম।

প্রকাশ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীশ্রীহরিচরণপরায়ণ বৈষ্ণবজন যদি আমার আবেদনসমূহ পাঠ করিয়া আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে আমি শ্রীমন্নন্দনন্দনের কৃপালাভের যোগ্যপাত্র হইব সন্দেহ নাই। বৈষ্ণবকৃপা ব্যতীত অকিঞ্চনের অন্য কোন সম্বল নাই।

নড়াল,
১ লা আষাঢ় ১২৮৭।

নিতান্ত দীনহীন
শ্রীকেদারনাথ দত্ত।

সূচীপত্র।

বিষয়।			পৃষ্ঠা।
১।	বন্দনা ও এতদ্‌গ্রন্থের অধিকারী নির্ণয়	...	১—২
২।	মঙ্গলাচরণ ...	...	৩—৫
৩।	উপদেশ ...	...	৬—২৩
	অষ্টাঙ্গযোগের অনাদর ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ		... ১১, ১৪
	অভেদবাদের তিরস্কার...	...	... ১৫
	বর্ণমদের অনাদর ...	...	... ১৬, ১৭
	বহির্ম্মুখ বিদ্যার তিরস্কার	...	... ১৭, ১৮
	রূপমদের তিরস্কার ...	...	... ১৮
	ধনমদের তিরস্কার ...	...	... ১৯
	সন্ন্যাস বৈরাগ্যাদির উপর ভক্তির প্রাধান্য		... ২০, ২১
	তীর্থাটন ...	...	... ২২
	ব্রত তাৎপর্য্য ...	...	... ২২, ২৩
৪।	উপলব্ধি	...	... ২৪—৪২
	অনুতাপলক্ষণ ...	...	... ২৪, ২৮
	নির্ব্বেদলক্ষণ ...	...	... ২৮, ৩৩
	বিজ্ঞানলক্ষণ ...	...	... ৩৩, ৪২
৫।	উচ্ছ্বাস	...	... ৪৩—৬৫
	প্রার্থনা ...	...	... ৪৩, ৫৩
	বিজ্ঞপ্তি ...	...	... ৫৩, ৫৭
	কীর্ত্তন ...	...	... ৫৭, ৬৫
৬।	রসসঙ্কেত	...	... ৬৬—৭২

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।

কল্যাণকল্পতরু।

বন্দে বৃন্দাটবীচন্দ্রং রাধিকাক্ষিমহোৎসবং।
ব্রহ্মাত্মানন্দধিক্কারি পূর্ণানন্দরসালয়ং॥ ১॥
চৈতন্যচরণং বন্দে কৃষ্ণভক্তজনাশ্রয়ং।
অদ্বৈতমতধৌরেয়ভারাপনোদনং পরং॥ ২॥
গুরুং বন্দে মহাভাগং কৃষ্ণানন্দস্বরূপকং।
যন্মুদে রচয়িষ্যামি কল্যাণকল্পপাদপং॥ ৩॥

তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য তাৎপর্য্য নিদিধ্যাসনপূর্ব্বক সাধকগণ যে অভেদ ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধি করেন, তাহা আস্বাদক আস্বাদ্যগত পূর্ণানন্দরস দ্বারা তিরস্কৃত হয়। সেই চমৎকার পূর্ণানন্দরসের আলয় স্বরূপ শ্রীমতী রাধিকার নেত্রমহোৎসবরূপ বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি। ১। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-প্রচারিত অদ্বৈতবাদরূপ ভার, যে চরণাশ্রয় করিয়া অনেক ভাগ্যবান লোক দূর করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণভক্ত জনগণের একমাত্র আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণ আমি বন্দনা করি। ২। যাঁহার আনন্দবৃদ্ধিকরণাভিপ্রায়ে এই কল্যাণ-কল্পতরুগ্রন্থ আমি রচনা করিয়াছি, সেই পূজনীয় কৃষ্ণানন্দস্বরূপ গুরুদেব গোস্বামী প্রভুর চরণ বন্দনা করি। ৩। পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মহত্তত্ত্ব, এই চতুর্ব্বিংশতি সত্তাসমষ্টির

অপ্রাকৃতরসানন্দে ন যস্য কেবলা রতিঃ।
তস্যেদং ন সমালোচ্যং পুস্তকং প্রেমসম্পুটং ॥ ৪ ॥
অয়ং কল্পতরুর্নাম কল্যাণপাদপঃ শুভঃ।
বৈকুণ্ঠনিলয়ে ভাতি বনে নিঃশ্রেয়সাহ্বকে ॥ ৫ ॥
তস্য স্কন্ধত্রয়ং শুদ্ধং বর্ত্ততে বিদুষাং মুদে।
উপদেশস্তথাচোপলব্ধিস্তুচ্ছ্বাসকঃ কিল ॥ ৬ ॥
আশ্রিত্য পাদপং বিদ্বান্ কল্যাণং লভতে ফলং।
রাধাকৃষ্ণবিলাসেষু দাস্যং বৃন্দাবনে বনে ॥ ৭ ॥
সংপূজ্য বৈষ্ণবান্ বিপ্রান্ সর্ব্বজীবাংশ্চ নিত্যশঃ।
কীর্ত্তয়ামি বিনীতোহং গীতং ব্রজরসাশ্রিতং ॥ ৮ ॥

নাম প্রকৃতি। এতদতীত তত্ত্বের নাম অপ্রাকৃত তত্ত্ব, সেই অপ্রাকৃত তত্ত্ব চিন্ময়রসানন্দস্বরূপ। তাহাতে যে সকল ব্যক্তির কেবলা রতি নাই, তাঁহারা এই প্রেমসম্পুটস্বরূপ পুস্তকখানি পাঠ করিবেন না, যেহেতু ইহার অপ্রাকৃত রস অনুভব করিতে না পারিলে, কেবল জড়ীয় দেহগত সুখ ধ্যান করিয়া তুচ্ছ কামসমুদ্রে নিমগ্ন হইবেন। ৪। বৈকুণ্ঠে নিঃশ্রেয়স্ কাননে এই কল্যাণ-কল্পতরু নিত্য বিরাজমান। ৫। ঐ তরুবরের প্রধান তিনটী স্কন্ধ বিদ্বজ্জনের আনন্দ বৃদ্ধি করিতেছে। উক্ত স্কন্ধত্রয়ের নাম উপদেশ, উপলব্ধি এবং উচ্ছ্বাস। ৬। কল্পতরু আশ্রয় করিলে কল্যাণরূপ ফল লাভ হয়। বৈকুণ্ঠ-নিলয়ের অন্তঃপুরস্থ বৃন্দাবন নামক অপ্রাকৃত কাননে রাধাকৃষ্ণের বিলাস-কার্য্যে নিত্য দাস্যই উক্ত কল্যাণ। ৭। ব্রজবাসী, ক্ষেত্রবাসী ও নবদ্বীপ-মণ্ডলবাসী সমস্ত বৈষ্ণবগণকে, তথা জ্ঞানপর ও কর্ম্মপর সমস্ত ব্রাহ্মণগণকে এবং ব্রহ্মা হইতে চণ্ডাল কুক্কুর পর্য্যন্ত কৃষ্ণের সমস্ত জীবগণকে পূজা করত আমি বিনীতভাবে ব্রজরসাশ্রিত গীত সকল কীর্ত্তন করিতেছি। ৮।

মঙ্গলাচরণ।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য পতিতপাবন।
জয় নিত্যানন্দ প্রভু অনাথ-তারণ ॥
জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র কৃপার সাগর।
জয় রূপ-সনাতন জয় গদাধর ॥
শ্রীজীব গোপালভট্ট রঘুনাথদ্বয়।
জয় ব্রজধামবাসী বৈষ্ণব-নিচয় ॥
জয় জয় নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ।
সবে মেলি কৃপা মোরে কর বিতরণ ॥
নিখিল বৈষ্ণবজন দয়া প্রকাশিয়া।
শ্রীজাহ্নবা-পদে মোরে ফেল হে টানিয়া ॥
আমিত পাষণ্ড অতি বৈষ্ণব না চিনি।
মোরে কৃপা করিবেন বৈষ্ণব আপনি ॥
শ্রীগুরু-চরণে মোরে ভক্তি কর দান।
যে চরণবলে পাই তত্ত্বের সন্ধান ॥
ব্রাহ্মণ-চরণে মোর সতত প্রণাম।
যাঁহার কৃপায় জীব লভে ব্রহ্মধাম ॥
জন্ম হ'তে বিপ্রগণ বিষ্ণুপরায়ণ।
অন্যবর্ণী ভক্তিযোগে বৈষ্ণবগণন ॥

ব্রাহ্মণ সকলে করি কৃপা মোর প্রতি।
বৈষ্ণব-চরণে মোরে দেহ দৃঢ়মতি॥
উচ্চ নীচ সর্ব্ব জীব চরণে শরণ।
লইলাম আমি দীন হীন অকিঞ্চন॥
সকলে করিয়া কৃপা দেহ মোরে বর।
বৈষ্ণব করুন এই গ্রন্থের আদর॥
গ্রন্থদ্বারা বৈষ্ণব জনের কৃপা পাই।
বৈষ্ণব কৃপায় কৃষ্ণ লাভ হয় ভাই॥
বৈষ্ণব বিমুখ যারে তাহার জীবন।
নিরর্থক জান ভাই প্রসিদ্ধ বচন॥
শ্রীবৈকুণ্ঠধামে আছে নিঃশ্রেয়স্ বন।
তাহে শোভা পায় কল্পতরু অগণন॥
তাহা মাঝে এ কল্যাণকল্পতরুরাজ।
নিত্যকাল নিত্য ধামে করেন বিরাজ॥
স্কন্ধত্রয় আছে তার অপূর্ব্ব দর্শন।
উপদেশ, উপলব্ধি, উচ্ছ্বাস গণন॥
সুভক্তিপ্রসূন তাহে অতি শোভা পায়।
কল্যাণ নামক ফল অগণন তায়॥
যে সুজন এ বিটপী করেন আশ্রয়।
কৃষ্ণসেবা সুকল্যাণ ফল তাঁর হয়॥
শ্রীগুরুচরণে নিত্য সমাধি লভিয়া।
এ হেন অপূর্ব্ব বৃক্ষ দিলাম আনিয়া॥

টানিয়া আনিতে বৃক্ষ এ কর্কশ মন।
নাশিল ইহার শোভা শুন সাধুজন॥
তোমরা সকলে হও এ বৃক্ষের মালী।
শ্রদ্ধাবারি দিয়া পুনঃ কর রূপশালী॥
ফলিবে কল্যাণ-ফল যুগলসেবন।
করিব সকলে মিলি তাহা আস্বাদন॥
নৃত্য করি হরি বল, খাও সেবাফল।
ভক্তিবলে কর দূর কুতর্ক-অনল॥

ইতি মঙ্গলাচরণ সমাপ্ত।

উপদেশ।

দীক্ষাগুরু কৃপা করি মন্ত্র উপদেশ।
করিয়া দেখান কৃষ্ণতত্ত্বের নির্দ্দেশ॥
শিক্ষাগুরুবৃন্দ কৃপা করিয়া অপার।
সাধকে শিখান সাধনের অঙ্গ সার॥
শিক্ষাগুরুগণ-পদে করিয়া প্রণতি।
উপদেশমালা বলি নিজ মনঃপ্রতি॥

১

মনরে কেন মিছে ভজিছ অসার।
ভূতময় এ সংসার, জীবের পক্ষেতে ছার,
অমঙ্গল সমুদ্র অপার॥
ভূতাতীত শুদ্ধজীব, নিরঞ্জন সদাশিব*,
মায়াতীত প্রেমের আধার।
তব সত্তা তাহা হ'তে, জড়ময় এ জগতে,
কেন মুগ্ধ হও বার বার॥
ফিরে দেখ একবার, আত্মা অমৃতের ধার,
তাতে মতি উচিত তোমার।
তুমি আত্মাময় হ'য়ে, শ্রীচৈতন্য সমাশ্রয়ে,
বৃন্দাবনে থাক অনিবার॥
নিত্যকাল সখী সঙ্গে, পরানন্দ সেবা রঙ্গে,
যুগল ভজন কর সার।
এ হেন যুগল ধন, ছাড়ে যেই মূর্খ জন,
তার গতি না দেখে কেদার॥

* "পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ।" ইতি তন্ত্রোক্তিঃ।

২

মন তুমি ভালবাস কামের তরঙ্গ।
জড় কাম পরিহরি, শুদ্ধ কাম সেবা করি,
বিস্তারহ অপ্রাকৃত রঙ্গ॥
অনিত্য জড়ীয় কাম, শান্তিহীন অবিশ্রাম,
নাহি তাহে পিপাসার ভঙ্গ।
কামের সামগ্রী চাও, তবু তাহা নাহি পাও,
পাইলেও ছাড়ে তব সঙ্গ॥
তুমি সেবা কর যারে, সে তোমা ভজিতে নারে,
দুঃখে জ্বলে কেদারের অঙ্গ॥
ছাড় তবে মিছে কাম, হও তুমি সত্য কাম,
ভজ বৃন্দাবনের অনঙ্গ।
যাঁহার কুসুম-শরে, তব নিত্য কলেবরে,
ব্যাপ্ত হবে প্রেম অন্তরঙ্গ॥

৩

মনরে তুমি বড় সন্দিগ্ধ-অন্তর।
আসিয়াছ এ সংসারে, বদ্ধ হয়ে জড়াধারে,
জড়াসক্ত হ'লে নিরন্তর॥
ভুলিয়া বৈকুণ্ঠ-ধাম, সেবি জড়গত কাম,
জড় বিনা না দেখ অপর।
তোমার আশ্রয় যিনি, আচ্ছাদিত হ'য়ে তিনি,
লুপ্তপ্রায় দেহের ভিতর॥

তুমি ত জড়ীয় জ্ঞান, সদা করিতেছ ধ্যান,
তাহে সৃষ্টি কর চরাচর।
এ দুঃখ কহিব কারে, নিত্যপতি পরিহারে,
তুচ্ছতত্ত্বে করিলে নির্ভর॥
নাহি দেখ আত্মতত্ত্ব, ছাড়ি দিলে শুদ্ধসত্ত্ব,
আত্মা হ'তে নিলে অবসর।
আত্মা আছে কি না আছে, সন্দেহ তোমার কাছে
ক্রমে ক্রমে পাইল আদর॥
এইরূপে ক্রমে ক্রমে, পড়িয়া জড়ের ভ্রমে,
আপনা আপনি হ'লে পর।
এবে কথা রাখ মোর, নাহি হও আত্মচোর,
সাধুসঙ্গ কর অতঃপর॥
বৈষ্ণবের কৃপাবলে, সন্দেহ যাইবে চলে,
তুমি পুনঃ হইবে তোমার।
পাবে বৃন্দাবন-ধাম, সেবিবে শ্রীরাধাশ্যাম,
পুলকাশ্রুময় কলেবর॥
কেদারের নিত্যধন, রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ,
অন্য নাহি জানে সে পামর॥

৪

মন তুমি বড়ই পামর।
তোমার ঈশ্বর হরি, তাঁকে কেন পরিহরি,
কামমার্গে ভজ দেবান্তর॥

পর ব্রহ্ম এক তত্ত্ব, তাঁহাতে সঁপিয়া সত্ত্ব,
নিষ্ঠা গুণে করহ আদর।
আর যত দেবগণ, শুদ্ধসত্ত্ব অগণন,
নিজ নিজ কার্য্যের ঈশ্বর॥
সে সবে সম্মান করি, ভজ একমাত্র হরি,
যিনি সর্ব্ব-ঈশ্বর-ঈশ্বর।
মায়া যাঁর ছায়াশক্তি, তাঁতে ঐকান্তিকী ভক্তি,
সাধি কাল. কাট নিরন্তর॥
মূলেতে সিঞ্চিলে জল, শাখা পল্লবের বল,
শিরে বারি নহে কার্য্যকর*।
হরিভক্তি আছে যাঁর, সর্ব্বদেব বন্ধু তাঁর,
ভক্তে সবে করেন আদর।
কেদার কহিছে মন, রাধাকৃষ্ণ শ্রীচরণ,
কভু নাহি করিবে অন্তর॥

৫

মন তব কেন এ সংশয়।
জড় প্রতি ঘৃণা করি, ভজিতে প্রেমের হরি,
স্বরূপ লক্ষিতে কর ভয়॥
স্বরূপ করিতে ধ্যান, পাছে জড় পায় স্থান,
এই ভয়ে ভাব ব্রহ্মময়।

* বেদান্তবেদ্যো ভগবান্ যত্তচ্ছব্দোপলক্ষিতঃ। তদারাধনতো দেবি সর্ব্বেষাং প্রীণনং ভবেৎ॥ তরোর্মূলাভিষেকেন যথা তদ্ভুজপল্লবাঃ। তৃপ্যন্তি তদনুষ্ঠানাৎ তথা সর্ব্বেঽমরাদয়ঃ॥ মহানির্ব্বাণতন্ত্রে, দ্বিতীয়োল্লাসে।

নিরাকার নিরঞ্জন, সর্ব্বব্যাপী সনাতন,
অস্বরূপ করিছ নিশ্চয়॥
অভাব ধর্ম্মের বশে, স্বভাব না চিত্তে পশে,
ভাবের অভাব সদা হয়।
ত্যজ এই তর্কপাশ, পরানন্দ পরকাশ,
কৃষ্ণচন্দ্রে করহ আশ্রয়॥
সচ্চিৎ আনন্দময়, কৃষ্ণের স্বরূপ হয়,
সর্ব্বানন্দ মাধুর্য্য-নিলয়।
সর্ব্বত্র সম্পূর্ণরূপ, এই এক অপরূপ,
সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মে তাহা নয়॥
অতএব ব্রহ্ম তাঁর, ব্যাপিত্বের সুবিস্তার,
বৃহৎ বলিয়া তাঁরে কয়।
ব্রহ্ম পরব্রহ্ম যেই, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ সেই,
কেদারের যাহাতে প্রণয়॥

৬

মন তুমি পড়িলে কি ছার।
নবদ্বীপে পাঠ করি, ন্যায়রত্ন নাম ধরি,
ভেকের কচ্‌কচি কৈলে সার॥
দ্রব্যাদি পদার্থজ্ঞান, ছলাদি নিগ্রহ স্থান,
সমবায় করিলে বিচার।
তর্কের চরমফল, ভয়ঙ্কর হলাহল,
নাহি বিচারিলে দুর্নিবার॥

হৃদয় কঠিন হল, ভক্তি-বীজ না বাড়িল,
কিসে হবে ভবসিন্ধু পার।
অনুমিলে যে ঈশ্বর, সে কুলালচক্রধর,
সাধন কেমনে হবে তাঁর॥
সহজ সমাধি ত্যজি, অনুমিতি মান ভজি,
তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার।
সে হৃদয়ে কৃষ্ণধন, নাহি পান সুখাসন,
অহো ধিক্ বলিছে কেদার।
অন্যায় ন্যায়ের মত, দূর কর অবিরত,
ভজ কৃষ্ণচন্দ্র সারাৎসার*॥

৭

মন, যোগী হ'তে তোমার বাসনা †।
যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন, নিয়ম যম সাধন,
প্রাণায়াম আসন রচনা॥

---

* নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
কঠোপনিষৎ।

† যোগ তিন প্রকার অর্থাৎ অষ্টাঙ্গযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। এস্থলে কেবল অষ্টাঙ্গযোগের উল্লেখ আছে। অষ্টাঙ্গ যথা;—
১ম যম,—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ।
(শিবসংহিতায় ইহার বিবৃতি)
অম্লং রুক্ষং তথা তীক্ষ্ণং লবণং সার্ষপং কটুং।
বহুলং ভ্রমণং প্রাতঃস্নানং তৈলং বিদাহকং॥
স্তেয়ং হিংসাং জনদ্বেষক্ষাহঙ্কারমনার্জবং।
উপবাসমসত্যঞ্চামোক্ষঞ্চ প্রাণিপীড়নং॥
স্ত্রীসঙ্গমগ্নিসেবাঞ্চ বহ্বালাপং প্রিয়াপ্রিয়ং।
অতীব ভোজনং যোগী ত্যজেদেতানি যত্নতঃ॥

প্রত্যাহার ধ্যানধৃতি, সমাধিতে হ'লে ব্রতী,
ফল কিবা হইবে বলনা।
দেহ মন শুদ্ধ করি, রহিবে কুম্ভক ধরি,
ব্রহ্মাত্মতা করিবে ভাবনা ॥

২য় নিয়ম,—শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় ও জপ।

(তত্রৈব বিবৃতি)

ঘৃতং ক্ষীরঞ্চ মিষ্টান্নং তাম্বূলং চূর্ণবর্জ্জিতং।
কর্পূরং নিষ্টুরং মিষ্টং সুমঠং সূক্ষ্মরন্ধ্রকং ॥
সিদ্ধান্ত শ্রবণং নিত্যং বৈরাগ্য গৃহসেবনং।
নামসংকীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ সুনাদশ্রবণং পরং ॥
ধৃতিঃ ক্ষমা তপঃ শৌচং হ্রীর্ম্মতির্গুরুসেবনং।
সদৈতানি পরং যোগী নিয়মানি সমাচরেৎ ॥

৩য় আসন,—৮৪ প্রকার আসন সম্ভব; তন্মধ্যে ঘেরণ্ড সংহিতায় ৩২ প্রকার আসনের বিবৃতি দেখা যায়। তন্ত্রসারে কেবল পাঁচ প্রকার আসন প্রচলিত বলিয়া লেখা আছে, অর্থাৎ পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, ভদ্রাসন, বজ্রাসন ও বীরাসন। শ্রীমদ্ভাগবতে কেবল স্বস্তিক আসনের বিশেষ উপদেশ। তদ্‌যথা—

জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ ধৃত্বা পাদতলে উভে।
সমকায়ঃ সুখাসীনঃ স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষ্যতে ॥

পূর্ব্বমত যম নিয়মপূর্ব্বক সুখাসীন হইয়া সাধক প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে।

৪র্থ প্রাণায়াম,—রেচক, পূরক, কুম্ভক। তদর্থ যোগী যাজ্ঞবল্ক্যকৃত। যথা—

নাসিকোৎসৃষ্ট উচ্ছ্বাসোধ্মাতঃ পূরক উচ্যতে।
কুম্ভকোনিশ্চলঃ শ্বাসোমুচ্যমানস্ত রেচকঃ ॥

ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রাণায়াম কথিত আছে। যথা—

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ব্রহ্মসাধনবিষয়ে;—বামনাসাপুটং ধৃত্বা দক্ষণাসাপুটেনচ। পূরয়েৎ পবনং মন্ত্রী মূলমষ্টমিতং জপন্ ॥ অঙ্গুষ্ঠেন দক্ষণাসাং ধৃত্বা কুম্ভকযোগতঃ। জপেদ্দাত্রিংশতা বৃত্ত্যা ততো দক্ষিণনাসয়া ইত্যাদি।

হরিভক্তিবিলাসে ভগবৎসাধনবিষয়ে।

রেচঃ ষোড়শ মাত্রাভিঃ পূরোদ্বাত্রিংশতা ভবেৎ।
চতুঃষষ্ঠ্যাভবেৎ কুম্ভ এবং স্যাৎ প্রাণসংযমঃ ॥

মাত্রা দুই প্রকার, সমনু ও নির্ম্মনু। প্রণব বা বীজদ্বারা সমনু প্রাণায়াম সাধিত হয়। ইহা রাজযোগের অঙ্গ। নিম্নোক্ত ষট্‌কর্ম্মদ্বারা হটযোগ প্রাণায়াম সাধিত হয়, ইহার নাম নির্ম্মনু অর্থাৎ মন্ত্রহীন। ষট্‌কর্ম্ম যথা ঘেরণ্ডে—

অষ্টাদশ সিদ্ধি পাবে, পরমার্থ ভুলে যাবে,
ঐশ্বর্য্যাদি করিবে কামনা।
স্থূল জড় পরিহরি, সূক্ষ্মেতে প্রবেশ করি,
পুনরায় ভুগিবে যাতনা ॥

ধৌতির্বস্তিস্তথা নেতি লৌলিকী ত্রাটকং তথা।
কপালভাতিশ্চৈতানি ষট্ কর্ম্মাণি সমাচরেৎ ॥

ইহা তান্ত্রিক যোগীদিগের কার্য্য। দার্শনিক যোগীগণ কেবল রাজযোগাঙ্গ সমনু প্রাণায়াম করেন। প্রাণায়ামের প্রাক্‌কালে নাড়ী শুদ্ধি কর্ত্তব্য। নাড়ী শুদ্ধিও প্রাণায়ামের ন্যায় কার্য্যবিশেষ। ক্রমানুসারে তিনমাস করিতে হয়। পূর্ণোদরে বা শূন্যোদরে পবনাভ্যাসে পীড়া হয়। এক প্রহর পর্য্যন্ত কুম্ভ অভ্যাস হইলে সিদ্ধ হয়। এই কার্য্যে গুরূপদেশ অতীব প্রয়োজনীয়। ঘেরণ্ড কহিয়াছেন—

উত্তমা বিংশতির্মাত্রা ষোড়শাচৈব মধ্যমা।
অধমা দ্বাদশী মাত্রা প্রাণায়ামস্ত্রিধোদিতা ॥
অধমাজ্জায়তে স্বেদো মধ্যমাস্মেরুকম্পনং।
উত্তমাদ্ভূমিসন্ত্যাগঃ ত্রিবিধং সিদ্ধিলক্ষণং ॥

৫ম প্রত্যাহার,—মন ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে আত্মার প্রতি আকর্ষণ করার নাম প্রত্যাহার।

যথা বিষ্ণুপুরাণে—

শব্দাদিষ্বনুরক্তানি নিগৃহ্যাক্ষাণি যোগবিৎ।
কুর্য্যাচ্চিত্তানুকারীণি প্রত্যাহারপরায়ণঃ ॥

৬ষ্ঠ ধ্যান,—যথা ঘেরণ্ডে—

স্থূলং সূক্ষ্মং তথাজ্যোতির্ধ্যানংস্যাত্রিবিধংবিদুঃ।
স্থূলং মূর্ত্তিময়ং প্রোক্তং জ্যোতিস্তেজোময়ংতথা ॥
সূক্ষ্মং বিন্দুময়ং ব্রহ্মকুণ্ডলী পরদেবতাং।
আত্মসাক্ষাদ্ভবেৎ যস্মাৎতস্মাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে ॥

৭ম ধরণা,—ধ্যাত পদার্থকে মনে ধারণার নাম ধারণা।

ধারণাসম্বন্ধে শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে পঞ্চমরাত্রে, দশম অধ্যায়ে, যোগপদ্ধতি প্রসঙ্গে, শ্রীমহাদেব কহিয়াছেন;—

দিক্‌কালাদ্যনবচ্ছিন্নে কৃষ্ণে চেতো বিধায় চ।
তন্ময়োভবতি ক্ষিপ্রং জীবো ব্রহ্মণি যোজনাৎ ॥
অথবা সমলং চিত্তং যদা ক্ষিপ্রং ন সিদ্ধ্যতি।
তদাবয়বসংযোগাদ্যোগী যোগান্ সমভ্যসেৎ ॥

আত্মা নিত্য শুদ্ধধন, হরিদাস অকিঞ্চন,
যোগে তার কি ফল ঘটনা।
কর রস যোগাশ্রয়, না থাকিবে কোন ভয়,
সহজ অমৃত সম্ভাবনা॥
কেদারের এ মিনতি, ছাড়ি অন্য যোগগতি,
কর রাধাকৃষ্ণ আরাধনা॥

শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ দেশকাল দ্বারা অবচ্ছিন্ন নয়, অতএব সাক্ষাৎ পরব্রহ্মস্বরূপ। ঐ স্বরূপের ধারণাক্রমে জীব অতি শীঘ্র তন্ময়তা অর্থাৎ স্ব-স্বরূপ লাভ করে। কিন্তু যাঁহাদের চিত্ত সমল তাঁহারা বিষ্ণুর অবয়ব ধ্যান করিয়া অবশেষে কৃষ্ণতত্ত্বে সমাধি লাভ করিবেন।

৮ম সমাধি,—মনোমুচ্ছ্যং সমাসাদ্য মন আত্মনি যোজয়েৎ।
পরাত্ম মনসংযোগাৎ সমাধিং সমবাপ্নুয়াৎ॥
রাজযোগং সমাধিঃ স্যাদেকাত্মসাধ্যসাধনং।
এযাতু সহজাবস্থা সর্ব্বে চৈকাত্মবাচকাঃ॥
জলে বিষ্ণুঃ স্থলে বিষ্ণুঃ বিষ্ণুঃ পর্ব্বতমস্তকে।
জ্বালামালাকুলে বিষ্ণুঃ সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ॥
ইতি ঘেরণ্ডসংহিতা।

এইরূপ অষ্টাঙ্গ যোগদ্বারা ষট শোধিত হয় ও তত্ত্বজ্ঞান উদয় হয়, তত্র ঘেরণ্ড শাস্ত্রপ্রতিজ্ঞা।

নাস্তি মায়াসমঃ পাশো নচ যোগাৎ পরং বলং।
অভ্যাসাৎ কাদি বর্ণানাং যথাশাস্ত্রাণি বোধয়েৎ।
তথা যোগং সমাসাদ্য তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ লভ্যতে।
আমকুম্ভমিবাম্ভস্থো জীর্ণমানঃ সদাঘটঃ।
যোগেনানেন সংদহ্য ঘটশুদ্ধিং সমাচরেৎ॥

পূর্ব্বোক্ত যোগ, পদ্ধতি ও ফল বিচার করিলে প্রতীত হইবে যে ভগবৎ প্রেমেই যোগের উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু বহু ক্লেশে সাধিত হইয়া অবান্তর ফল দ্বারা যোগ কর্ত্তৃক জীবের অনেক ক্লেশ হইতে পারে। তজ্জন্য ভক্তিরস যোগই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সুলভ ও নিশ্চয় শিবদ। ভক্তের অষ্টাঙ্গযোগে প্রয়োজন নাই। ঘটদার্ঢ্যের জন্য কিছু প্রাণায়াম অভ্যাস করিলেই যথেষ্ট।

৮

ওহে ভাই, মন কেন ব্রহ্ম হ'তে চায়।
কি আশ্চর্য্য কব কাকে, সদোপাস্য বল যাঁকে,
তাঁতে কেন আপনে মিশায়॥
বিন্দু নাহি হয় সিন্ধু, বামন না স্পর্শে ইন্দু,
রেণু কভু ভূধর না হয়।
লাভমাত্র অপরাধ, পরমার্থ হয় বাধ,
সাযুজ্যবাদীর হায় হায়॥
এ হেন দুরন্ত বুদ্ধি, ত্যজি কর সত্ত্বশুদ্ধি,
অন্বেষহ প্রীতির উপায়।
সাযুজ্য নির্ব্বাণ আদি, শাস্ত্রে শব্দ দেখ যদি,
সে সব ভক্তির অঙ্গে যায়॥
কৃষ্ণপ্রীতি ফলময়, তত্ত্বমসি আদি হয়,
সাধক চরমে কৃষ্ণ পায়।
অখণ্ড আনন্দময়, বৃন্দাবন কৃষ্ণালয়,
পরব্রহ্ম স্বরূপ জানায়॥
তা হ'তে কিরণ-জাল, ব্রহ্মরূপে শোভে ভাল,
মায়িক জগৎ চমকায়।
মায়াবদ্ধ জীব তাহে, নির্ব্বৃত হইতে চাহে,
সূর্য্যাভাবে খদ্যোতের প্রায়॥
যদি কভু ভাগ্যোদয়ে, সাধু গুরু সমাশ্রয়ে,
বৃন্দাবন সম্মুখেতে ভায়।

কৃষ্ণাকৃষ্ট হ'য়ে তবে, ক্ষুদ্ররস অনুভবে,
ব্রহ্ম ছাড়ি পরব্রহ্মে ধায়॥
শুকাদির সুজীবন,* কর ভাই আলোচন,
কেদার ধরিছে তব পায়॥

৯

মন রে কেন আর বর্ণ-অভিমান।
মরিলে পাতকী হ'য়ে, যমদূতে যাবে ল'য়ে,
না করিবে জাতির সম্মান॥
যদি ভাল কর্ম্ম কর, স্বর্গভোগ অতঃপর,
তাতে বিপ্র চণ্ডাল সমান।
নরকেও দুই জনে, দণ্ড পাবে একসনে,
জন্মান্তরে সমান বিধান॥
তবে কেন অভিমান, ল'য়ে তুচ্ছ জাতি মান,
মরণ অবধি যার মান†।

* ভাগবতে শুকদেব স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন ;—
প্রায়েণ মুনয়োরাজন্ নিবৃত্তা বিধিসেধতঃ।
নৈগুর্ণ্যস্থা রমন্তেস্ম গুণানুকথনে হরেঃ॥
পরিনিষ্ঠিতোপি নৈগুর্ণ্যে উত্তম শ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান॥
তত্রৈব কপিলদেববাক্য।
সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসাযুজ্যমৈক্যমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

† শ্রীমদ্ভাগবতে।
বিপ্রাদ্দ্বিষড়গুণযুতাদরবিন্দনাভপদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনে হিতার্থপ্রাণং পুনাতি সকুলং নতু ভূরিমানঃ॥

উচ্চ বর্ণপদ ধরি, বর্ণান্তরে ঘৃণা করি,
নরকের না কর সন্ধান॥
সামাজিক মান ল'য়ে, থাক ভাই বিপ্র হ'য়ে,
বৈষ্ণবে না কর অপমান।
আদার ব্যাপারী হ'য়ে, বিবাদ জাহাজ ল'য়ে,
কভু নাহি করে বুদ্ধিমান॥
তবে যদি কৃষ্ণভক্তি, সাধ তুমি যথাশক্তি,
সোণায় সোহাগা পাবে স্থান।
সার্থক হইবে সূত্র, সর্ব্ব লাভ ইহামুত্র,
কেদার করিবে স্তুতিগান॥

১০

মন রে কেন কর বিদ্যার গৌরব।
স্মৃতি শাস্ত্র ব্যাকরণ, নানা ভাষা আলোচন,
বৃদ্ধি করে যশের সৌরভ॥
কিন্তু দেখ চিন্তা করি, যদি না ভজিলে হরি,
বিদ্যা তব কেবল রৌরব।
কৃষ্ণপ্রতি আনুরক্তি, সেই বীজে জন্মে ভক্তি,
বিদ্যা হৈতে তাহা অসম্ভব॥

অর্থাৎ ধর্ম্ম, সত্য, দম, তপঃ অমাৎসর্য্য, হ্রী, তিতিক্ষা, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৃতি, শ্রুত, এই দ্বাদশ গুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ যদি কৃষ্ণভক্তিহীন হন তবে ভক্তিমান চণ্ডালও তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা জ্ঞাতব্য।

বিদ্যায় মার্জ্জন তার, কভু কভু অপকার,
জগতেতে করি অনুভব।
যে বিদ্যার আলোচনে, কৃষ্ণরতি স্ফুরে মনে,
তাহারি আদর জান সব॥
ভক্তি বাধা যাহা হ'তে, সে বিদ্যার মস্তকেতে,
পদাঘাত কর অকৈতব।
সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁর হিয়া,
কেদারের সেই সে বৈভব॥

১১

রূপের গরব কেন ভাই।
অনিত্য এ কলেবর, কভু নহে স্থিরতর,
শমন আইলে কিছু নাই।
এ অঙ্গ শীতল হবে, আঁখি স্পন্দহীন রবে,
চিতার আগুনে হবে ছাই॥
যে মুখসৌন্দর্য্য হের দর্পণেতে নিরন্তর,
কুক্কুরের হইবে ভোজন।
যে বস্ত্রে আদর কর, যেবা আভরণ পর,
কোথা সব রহিবে তখন॥
দারা সুত বন্ধু সবে, শ্মশানে তোমারে লবে,
দগ্ধ করি গৃহেতে আসিবে।
তুমি কার কে তোমার, এবে বুঝি দেখ সার,
দেহ নাশ অবশ্য ঘটিবে॥

পথের সম্বল চাও, হরিগুণ সদা গাও,
হরিনাম জপহ সদাই।
কুতর্ক ছাড়িয়া মন, কর কৃষ্ণ আরাধন,
কেদারের আশ্রয় তাহাই*॥

১২

মনরে ধনমদ নিতান্ত অসার।
ধন জন বিত্ত যত, এ দেহের অনুগত,
দেহ গেলে সে সকল ছার॥
বিদ্যার যতেক চেষ্টা, চিকিৎসক উপদেষ্টা,
কেহ দেহ রাখিবারে নারে।
অজপা হইলে শেষ, দেহ মাত্র অবশেষ,
জীব নাহি থাকেন আধারে॥
ধনে যদি প্রাণ দিত, রাজগণ না মরিত,
ধরামর হইত রাবণ।
ধনে নাহি রাখে দেহ, দেহ গেলে নহে কেহ,
অতএব কি করিবে ধন॥

---

* কিমেতৈরাত্মনস্তুচ্ছৈঃ সহ দেহেন নশ্বরৈঃ।
অনর্থৈরর্থসংকাশৈর্নিত্যানন্দরসোদধেঃ॥
ভাগবতে।

অস্যার্থঃ। নিত্যানন্দ রস-সমুদ্রস্বরূপ আত্মার পক্ষে অতি তুচ্ছ, অর্থের ন্যায় প্রকাশ, কিন্তু বাস্তবিক অনর্থ রূপ এই নশ্বর দেহ ও তদনুগত কলত্রাদি দ্বারা আমাদের কি লাভ হইবে?

যদি থাকে বহু ধন, নিজে হবে অকিঞ্চন,
বৈষ্ণবের কর উপকার।
জীবে দয়া অনুক্ষণ, রাধা কৃষ্ণ আরাধন,
কর সদা কহিছে কেদার॥

১৩

মন তুমি সন্ন্যাসী সাজিতে কেন চাও।
বাহিরের সাজ যত, অন্তরেতে ফাঁকি তত,
দম্ভ পূজি শরীর নাচাও॥
আমার বচন ধর, অন্তর বিশুদ্ধ কর,
কৃষ্ণামৃত সদা কর পান।
জীবন সহজে যায়, ভক্তি বাধা নাহি পায়,
তদুপায় করহ সন্ধান॥
অনায়াসে যাহা পাও, তাহে তুষ্ট হ'য়ে যাও,
আড়ম্বরে না কর প্রয়াস।
পূর্ণ বস্ত্র যদি নাই, কৌপিন পরহে ভাই,
শীতবস্ত্র কেন্থা বহির্ব্বাস॥
অগরু চন্দন নাই, মৃত্তিকা তিলক ভাই,
হারের বদলে ধর মালা।
এইরূপে আশা-পাশ, সুখাদির কুবিলাস,
খর্ব্বি ছাড় সংসারের জ্বালা॥
সন্ন্যাস বৈরাগ্য বিধি, সেহ আশ্রমের নিধি,
তাহা কভু না কর আদর।

সে সব আদরে ভাই, সংসারে নিস্তার নাই,
দাম্ভিকের লিঙ্গ নিরন্তর॥
তুমি ত চৈতন্যদাস, হরিভক্তি তব আশ,
আশ্রমের লিঙ্গে* কিবা ফল।
প্রতিষ্ঠা করহ দূর, বাস তব শান্তিপুর,
সাধু-কৃপা তোমার সম্বল॥
বৈষ্ণবের পরিচয়, আবশ্যক নাহি হয়,
আড়ম্বরে কভু নাহি যাও।
কেদারের নিবেদন, রাধাকৃষ্ণ গুণগণ,
ফুকারি ফুকারি সদা গাও॥

১৪

মন তুমি তীর্থে সদা রত†।
অযোধ্যা মথুরা মায়া, কাশী কাঞ্চী অবন্তিয়া,
দ্বারাবতী আর আছে যত॥
তুমি চাহ ভ্রমিবারে, এ সকল বারে বারে,
মুক্তিলাভ করিবার তরে।

---

* যাবল্লিঙ্গান্বিতো হ্যাত্মা তাবৎ কর্ম্মনিবন্ধনং।
ততো বিপর্য্যয়ঃ ক্লেশো মায়া যোগোঽনুবর্ত্ততে॥ যমঃ।
বিশুদ্ধ কৃষ্ণদাস জীবের লিঙ্গান্বিত হওয়াই কর্ম্মবন্ধন।

† শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ॥ *
পুণ্যতীর্থ ভ্রমণের ফল সাধুলাভ, সাধুসেবার ফল হরিকথায় রুচি।

সে কেবল তব ভ্রম, নিরর্থক পরিশ্রম,
চিত্ত স্থির তীর্থে নাহি করে॥
তীর্থফল সাধুসঙ্গ, সাধু সঙ্গে অন্তরঙ্গ,
শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর।
যথা সাধু তথা তীর্থ, স্থির করি নিজ চিত্ত,
সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর॥
যে তীথে বৈষ্ণব নাই, সে তীর্থেতে নাহি যাই,
কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ।
যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ॥
কৃষ্ণভক্তি যেই স্থানে, মুক্তিদাসী সেইখানে,
সলিল তথায় মন্দাকিনী।
গিরি তথা গোবর্দ্ধন, ভূমি তথা বৃন্দাবন,
আবির্ভূতা আপনি হ্লাদিনী॥
কেদার কহিছে ভাই, ভ্রমিয়া কি ফল পাই,
বৈষ্ণব সেবন মোর ব্রত॥

১৫

দেখ মন ব্রতে যেন না হও আচ্ছন্ন।
কৃষ্ণভক্তি আশা করি, আছ নানা ব্রত ধরি,
রাধাকৃষ্ণে করিতে প্রসন্ন॥
ভক্তি যে সহজ তত্ত্ব, চিত্তে তার আছে সত্ত্ব,
তাহার সমৃদ্ধি তব আশ।

দেখিবে বিচার করি, সু-কঠিন ব্রত ধরি,
সহজের না কর বিনাশ॥
কৃষ্ণ অর্থে কায়ক্লেশ, তার ফল আছে শেষ,
কিন্তু তাহা সামান্য না হয়।
ভক্তির বাধক হ'লে, ভক্তি আর নাহি ফলে,
তপফল হইবে নিশ্চয়॥
কিন্তু ভেবে দেখ ভাই, তপস্যায় কাজ নাই,
যদি হরি আরাধিত হন *।
ভক্তি যদি না ফলিল, তপস্যার তুচ্ছ ফল,
বৈষ্ণব না লয় কদাচন॥
ইহাতে যে গূঢ় মর্ম্ম, বুঝ বৈষ্ণবের ধর্ম্ম,
পাত্রভেদে অধিকার ভিন্ন।
কেদারের নিবেদন, বিধি মুক্ত অনুক্ষণ,
সারগ্রাহী শ্রীকৃষ্ণ প্রপন্ন †।

---

* আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং॥
অন্তর্ব্বহির্যদিহরিস্তপসা ততঃ কিং।
নান্তর্ব্বহির্যদিহরিস্তপসা ততঃ কিং॥
নারদপঞ্চরাত্রে।

† একান্তিতাং গতানাং তু শ্রীকৃষ্ণচরণাব্জয়োঃ।
ভক্তিঃ স্বতঃ প্রবর্ত্তেত তদ্বিঘ্নৈঃ কিং ব্রতাদিভিঃ॥
শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃতসারতত্ত্বং।

উপলব্ধি।

অনুতাপলক্ষণ উপলব্ধি।

আমি অতি পাষণ্ড দুর্জ্জন।
কি করিনু হায় হায়, প্রকৃতির দাসতায়,
কাটাইনু অমূল্য জীবন॥
কতদিন গর্ভবাসে, কাটাইনু অনায়াসে,
বাল্য গেল বালধর্ম্মবশে।
গ্রাম্য ধর্ম্মে এ যৌবন, মিছে দিনু বিসর্জ্জন,
বৃদ্ধকাল এল অবশেষে॥
বিষয়ে নাহিক সুখ, ভোগশক্তি সুবৈমুখ,
অন্ত দন্ত শরীর অশক্ত।
জীবন যন্ত্রণাময়, মরণেতে সদা ভয়,
বল কিসে হই অনুরক্ত॥
ভোগ্য বস্তু ভোগশক্তি, তাতে ছিল আনুরক্তি,
যে পর্য্যন্ত ছিল দেহে বল।
সমস্ত বিগত হ'ল, কি লইয়া থাকি বল,
এবে চিত্ত সদাই চঞ্চল॥

সামর্থ্য থাকিতে কায়, হরি না ভজিনু হায়,
আসন্ন কালেতে কিবা করি।
ধিক্ মোর এ জীবনে, না সাধিনু নিত্যধনে,
মিত্র ছাড়ি ভজিলাম অরি॥

২

সাধুসঙ্গ না হইল হায়।
গেল দিন অকারণ, করি অর্থ উপার্জ্জন,
পরমার্থ রহিল কোথায়॥
সুবর্ণ করিয়া ত্যাগ, তুচ্ছ লোষ্ট্রে অনুরাগ,
দুর্ভাগার এই ত লক্ষণ।
যোষিদাদি সঙ্গ করি, সাধুজনে পরিহরি,
মদগর্ব্বে কাটানু জীবন॥
ভক্তি-মুদ্রা দরশনে, হাস্য করিতাম মনে,
বাতুলতা বলিয়া তাহায়।
যে সভ্যতা শ্রেষ্ঠ গণি, হারাইনু চিন্তামণি,
শেষে তাহা রহিল কোথায়॥
জ্ঞানের গরিমা-বলে, ভক্তিরূপ সুসম্বলে,
উপেক্ষিনু স্বার্থ পাসরিয়া।
দুষ্ট জড়াশ্রিত জ্ঞান, এবে হ'ল অন্তর্দ্ধান,
কর্ম্মভোগে আমাকে রাখিয়া॥
এবে যদি সাধু জনে, কৃপা করি এ দুর্জ্জনে,
দেন ভক্তি-সমুদ্রের বিন্দু।
তা হইলে অনায়াসে, মুক্ত হ'য়ে ভবপাশে,
পার হই এ সংসার-সিন্ধু॥

৩

ওরে মন কর্ম্মের কুহরে গেল কাল।
স্বর্গাদি সুখের আশে, পড়িলাম কর্ম্মফাঁসে,
ঊর্ণনাভি সম কর্ম্মজাল॥
উপবাস ব্রত ধরি, নানা কায়ক্লেশ করি,
ভস্মে ঘৃত ঢালিয়া অপার।
মরিলাম নিজ দোষে, জরা মরণের ফাঁসে,
হইবারে নারিনু উদ্ধার॥
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যজি, নানা দেবদেবী ভজি,
মদগর্ব্বে কাটানু জীবন।
স্থির না হইল মন, না লভিনু শান্তিধন,
না ভজিনু শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥
ধিক্ মোর এ জীবনে, ধিক্ মোর ধন জনে,
ধিক্ মোর বর্ণ-অভিমান।
ধিক্ মোর কুল মানে, ধিক্ শাস্ত্র অধ্যয়নে,
হরিভক্তি না পাইল স্থান॥

৪

ওরে মন কি বিপদ হইল আমার।
মায়ার দৌরাত্ম্য-জ্বরে, বিকার জীবেরে ধরে,
তাহা হৈতে পাইতে নিস্তার॥
সাধিনু অদ্বৈত মত, বিষয়টী সুসম্মত,
তাহা সেবি বিকার কাটিল।
কিন্তু এ দুর্ভাগ্য মোর, বিকার কাটিল ঘোর,
বিষের জ্বালায় প্রাণ গেল॥

আমি ব্রহ্ম একমাত্র, এ জ্বালায় দহে গাত্র,
ইহার উপায় কিবা ভাই।
বিকার যে ছিল ভাল, ঔষধ জঞ্জাল হ'ল,
ঔষধ-ঔষধ কোথা পাই॥
মায়াদত্ত কুবিকার, মায়াবাদ বিষভার,
এ দুই আপদ নিবারণ।
হরিনামামৃত পান, সাধু বৈদ্য সুবিধান,
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শ্রীচরণ॥

৫

ওরে মন ক্লেশ তাপ দেখি যে অশেষ।
অবিদ্যা অস্মিতা আর, অভিনিবেশ দুর্ব্বার,
রাগ দ্বেষ এই পঞ্চ ক্লেশ॥
অবিদ্যাত্ম বিস্মরণ, অস্মিতান্য বিভাবন,
অভিনিবেশান্যে গাঢ়মতি।
অন্যে প্রীতি রাগান্ধতা, বিদ্বেষাত্ম বিরুদ্ধতা,
পঞ্চ ক্লেশ সদাই দুর্গতি*॥
ভুলিয়া বৈকুণ্ঠতত্ত্ব, মায়াভোগে সুপ্রমত্ত,
আমি আমি করিয়া বেড়াই।
এ আমার সে আমার, এ ভাবনা অনিবার,
ব্যস্ত করে মোর চিত্ত ভাই॥

---

* অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ। (পাতঞ্জলকৃতসাধনপাদস্থ-তৃতীয়সূত্রং।)

এ রোগশমনোপায়, অন্বেষিয়া হায় হায়,
মিলে বৈদ্য সদ্য যমোপম।
আমি ব্রহ্ম মায়াভ্রম, এই ঔষধের ক্রম,
দেখি চিন্তা হইল বিষম॥
একে ত রোগের কষ্ট, তাতে বৈদ্য মূর্খ স্পষ্ট,
এ যন্ত্রণা কিসে যায় মোর।
শ্রীচৈতন্য দয়াময়, কর যদি সমাশ্রয়,
পার হবে এ বিপদ ঘোর॥

নির্ব্বেদলক্ষণ উপলব্ধি।

১

ওরে মন ভাল নাহি লাগে এ সংসার।
জনম মরণ জরা, যে সংসারে আছে ভরা,
তাহে কিবা আছে বল সার॥
ধন জন পরিবার, কেহ নহে কভু কার,
কালে মিত্র অকালে অপর।
যাহা রাখিবারে চাই, তাহা নাহি থাকে ভাই,
অনিত্য সমস্ত বিনশ্বর॥
আয়ু অতি অল্প দিন, ক্রমে তাহা হয় ক্ষীণ,
শমনের নিকট দর্শন।
রোগ শোক অনিবার, চিত্ত করে ছারখার,
বান্ধব-বিয়োগ দুর্ঘটন॥

ভাল ক'রে দেখ ভাই, অমিশ্র আনন্দ নাই,
যে আছে সে দুঃখের কারণ।
সে সুখের তরে তবে, কেন মায়া-দাস হবে,
হারাইবে পরমার্থ ধন॥
ইতিহাস আলোচনে, ভেবে দেখ নিজ মনে,
কত আসুরিক দুরাশয়।
ইন্দ্রিয় তর্পণ সার, করি কত দুরাচার,
শেষে লভে মরণ নিশ্চয়॥
মরণ সময়ে তারা, উপায় হইয়া হারা,
অনুতাপ অনলে জ্বলিল।
কুক্কুরাদি পশুপ্রায়, জীবন কাটায় হায়,
পরমার্থ কভু না চিন্তিল॥
এমন বিষয়ে মন, কেন থাক অচেতন,
ছাড় ছাড় বিষয়ের আশা।
শ্রীগুরু-চরণাশ্রয়, কর সবে ভবজয়,
কেদারের সেই ত ভরসা॥

২

ওরে মন বাড়িবার আশা কেন কর।
পার্থিব উন্নতি যত, শেষে অবনতি তত,
শান্ত হও মোর বাক্য ধর॥
আশার ইয়ত্তা নাই, আশাপথ সদা ভাই,
নৈরাশ্য-কণ্টকে রুদ্ধ আছে।
বাড় যত আশা তত, আশা নাহি হয় হত,
আশা নাহি নিত্যানিত্য বাছে॥

এক রাজ্য আজ পাও, অন্য রাজ্য কাল চাও,
সর্ব্বরাজ্য কর যদি লাভ।
তবু আশা নহে শেষ, ইন্দ্রপদ অবশেষ,
ছাড়ি চাবে ব্রহ্মার প্রভাব॥
ব্রহ্মত্ব ছাড়িয়া ভাই, শিবপদ কিসে পাই,
এই চিন্তা হবে অবিরত।
শিবত্ব লভিয়া নর, ব্রহ্ম সাম্য তদন্তর
আশা করে শঙ্করানুগত॥
অতএব আশা-পাশ, যাহে হয় সর্ব্বনাশ,
হৃদয় হইতে রাখ দূরে।
অকিঞ্চন ভাব ল'য়ে, চৈতন্য চরণাশ্রয়ে,
বাস কর সদা শান্তিপুরে॥

৩

ওরে মন ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা কর দূর।
ভোগের নাহিক শেষ, তাতে নাহি সুখলেশ,
নিরানন্দ তাহাতে প্রচুর॥
ইন্দ্রিয় তর্পণ বই, ভোগে আর সুখ কই,
সেও সুখ অভাব পূরণ।
যে সুখেতে আছে ভয়, তাকে সুখ বলা নয়,
তাকে দুঃখ বলে বিজ্ঞ জন॥
শাস্ত্রে ফলশ্রুতি যত, সেই লোভে কত শত,
মূঢ় জন ভোগ প্রতি ধায়।
সে সব কৈতব মানি, ছাড়িয়া বৈষ্ণব জ্ঞানী,
মুখ্য ফল কৃষ্ণরতি পায়॥

মুক্তি-বাঞ্ছা দুষ্ট অতি, নষ্ট করে শিষ্টমতি,
মুক্তি-স্পৃহা কৈতব প্রধান।
তাহা যে ছাড়িতে নারে, মায়া নাহি ছাড়ে তারে,
তার যত্ন নহে ফলবান॥
অতএব স্পৃহাদ্বয়, শূন্য কর এ হৃদয়,
নাহি রাখ কামের বাসনা।
ভোগ মোক্ষ নাহি চাই, শ্রীকৃষ্ণ-চরণ পাই,
কেদারের এই ত সাধনা॥

৪

দুর্ল্লভ মানব জন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু দুঃখ কহিব কাহারে॥
সংসার সংসার ক'রে মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল॥
কিসের সংসার এই ছায়াবাজী প্রায়।
ইহাতে মমতা করি বৃথা দিন যায়॥
এ দেহ পতন হ'লে কি রবে আমার।
কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র পরিবার॥
গর্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম।
কার লাগি এত করি না ঘুচিল ভ্রম॥
দিন যায় মিছা কাযে, নিশা নিদ্রাবশে।
নাহি ভাবি শমন নিকটে আছে ব'সে॥
ভাল মন্দ খাই, দেখি, পরি, চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি এদেহ ছাড়িব কোন্ দিন॥

দেহ গেহ কলত্রাদি চিন্তা অবিরত।
জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি হত॥
হায় হায় নাহি ভাবি অনিত্য এসব।
জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব॥
শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে।
বিহঙ্গ পতঙ্গ তায় বিহার করিবে॥
কুক্কুর শৃগাল সব আনন্দিত হ'য়ে।
মহোৎসব করিবে আমার দেহ ল'য়ে॥
যে দেহের এই গতি তার অনুগত।
সংসার বৈভব আর বন্ধু জন যত॥
অতএব মায়া মোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান।
নিত্য তত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥

৫

শরীরের সুখে মন দেহ জলাঞ্জলি।
এদেহ তোমার নয়, বরঞ্চ এ শত্রু হয়,
সিদ্ধ দেহ সাধন সময়ে।
সর্ব্বদা ইহার বলে রহিয়াছ বলী।
কিন্তু নাহি জান মন, এ শরীর অচেতন,
প'ড়ে রয় জীবন বিলয়ে॥
দেহের সৌন্দর্য্য বল নহে চিরদিন।
অতএব তাহা ল'য়ে, না থাক গর্ব্বিত হ'য়ে,
তব প্রতি এই অনুনয়।

শুদ্ধ জীব সিদ্ধ দেহে সদাই নবীন।
জড়ীভূত দেহ যোগ, জীবনের কর্ম্মভোগ,
জীবের পতন যদাশ্রয়॥
যে পর্য্যন্ত এদেহেতে জীবের সঙ্গতি।
চক্ষু, কর্ণ, নাশা, জিহ্বা, ত্বচাদির জড় স্পৃহা,
জীবে ল'য়ে করে টানাটানি।
দেখ দেখ ভয়ঙ্কর জীবের দুর্গতি।
জীব চায় কৃষ্ণ ভজি, দেহ জড়ে যায় মজি,
শেষে জীব পাশরে আপনি॥
আর কেন জীব জড়ে করিবে সমর।
জড়ে দেও বিসর্জ্জন, শুদ্ধ জীব প্রবোধন,
সহজ সমাধি যোগে সাধ।
ক্রমে ক্রমে জড় সত্তা হবে অবসর।
সিদ্ধ দেহ অনুগত, কর দেহ জড়াশ্রিত,
পরমার্থ না হইবে বাধ॥

বিজ্ঞানলক্ষণ উপলব্ধি।

১

ওরে মন বলি শুন তত্ত্ব বিবরণ।
যাহার বিস্মৃতি জন্য জীবের বন্ধন॥
তত্ত্ব এক অদ্বিতীয় অতুল্য অপার।
সেই তত্ত্ব পরব্রহ্ম সর্ব্বসারাৎসার॥

সেই তত্ত্ব শক্তিমান সম্পূর্ণ সুন্দর।
শক্তি শক্তিমান এক বস্তু নিরন্তর॥
শক্তিকার্য্য নানাবিধ বিলাস-পোষক।
বিলাসার্থ বৃন্দাবন, বৈকুণ্ঠ, গোলক॥
বিলাসার্থ নাম ধাম গুণ পরিকর।
দেশ কাল পাত্র সব শক্তি-অনুচর॥
শক্তির প্রভাব আর প্রভুর বিলাস*।
পরব্রহ্ম সহ নিত্য একাত্ম-প্রকাশ॥
অতএব ব্রহ্ম আগে, শক্তিকার্য্য পরে।
যেকরে সিদ্ধান্ত, সেই মূর্খ এ সংসারে॥
পূর্ণচন্দ্র বলিলে কিরণ সহ জানি।
অকিরণ চন্দ্রসত্তা কভু নাহি মানি॥
ব্রহ্ম আর ব্রহ্মশক্তি সহ পরিকর।
সমকাল নিত্য বলি মানি অতঃপর॥
অখণ্ড বিলাসময় পরব্রহ্ম যেই।
অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে কৃষ্ণচন্দ্র সেই॥
সেই সে অদ্বয় তত্ত্ব পরানন্দাকার।
কৃপায় প্রকট হৈল ভারতে আমার॥
কৃষ্ণ সে পরম তত্ত্ব প্রকৃতির পর।
বৈকুণ্ঠে বিলাস কৃষ্ণ করে নিরন্তর॥

* ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাপ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রুয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ॥
উপনিষদ্বাক্যং।

চিদ্ধাম ভাস্কর কৃষ্ণ, তার জ্যোতির্গত।
অনন্ত চিৎকণ জীব তিষ্ঠে অবিরত॥
সেই জীব প্রেমধর্ম্মী কৃষ্ণগত প্রাণ।
সদা কৃষ্ণাকৃষ্ট, ভক্তিসুধা করে পান॥
নানাভাববিমিশ্রিত পীয়া দাস্য রস।
কৃষ্ণের অনন্তগুণে সদা থাকে বশ॥
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ সখা পতি।
এই সব ভিন্নভাবে কৃষ্ণে করে রতি॥
কৃষ্ণ সে পুরুষ এক নিত্য বৃন্দাবনে।
জীবগণ নারীবৃন্দ রমে কৃষ্ণ সনে॥
সেইত আনন্দলীলা যার নাই অন্ত।
অতএব কৃষ্ণলীলা অখণ্ড অনন্ত॥
যে সব জীবের ভোগবাঞ্ছা উপজিল।
পুরুষ ভাবেতে তারা জড়ে প্রবেশিল॥
মায়াকার্য্য জড়, মায়া নিত্য শক্তি ছায়া।
কৃষ্ণদাসী সেহ সত্য কারা কর্ত্রী মায়া॥
সেই মায়া আদর্শের সমস্ত বিশেষ।
লইয়া গঠিল বিশ্ব যাহে পূর্ণ ক্লেশ॥
জীব যদি হইলেন কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ।
মায়াদেবী তবে তারে যাচিলেন সুখ॥
মায়াসুখে মত্ত জীব শ্রীকৃষ্ণ ভুলিল।
সেই সে অবিদ্যাবশে অস্মিতা জন্মিল॥

অস্মিতা হইতে হৈল মায়াভিনিবেশ।
তাহা হইতে জড়গত রাগ আর দ্বেষ॥
এইরূপে জীব কর্ম্মচক্রে প্রবেশিয়া।
উচ্চাবচ গতিক্রমে ফেরেন ভ্রমিয়া॥
কোথা সে বৈকুণ্ঠানন্দ, শ্রীকৃষ্ণবিলাস!
কোথা মায়াগত সুখ, দুঃখ, সর্ব্বনাশ!!
চিত্তত্ব হইয়া জীবের মায়াভিরমণ।
অতি তুচ্ছ জুগুপ্সিত অনন্ত পতন॥
মায়িক দেহের ভাবাভাবে দাস্য করি।
পরতত্ত্ব জীবের কি কষ্ট আহা মরি॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ হয়।
পুনরায় গুপ্ত নিত্যধর্ম্মের উদয়॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা হয় আলোচন।
পূর্ব্বভাব উদি কাটে মায়ার বন্ধন॥
কৃষ্ণপ্রতি জীব যবে করেন ঈক্ষণ।
বিদ্যারূপা মায়া করে বন্ধন ছেদন॥
মায়িক জগতে বিদ্যা নিত্য বৃন্দাবন।
জীবের সাধন জন্য করে বিভাবন॥
সেই বৃন্দাবনে জীব ভাবাবিষ্ট হ'য়ে।
নিত্য সেবালাভ করে চৈতন্য আশ্রয়ে॥
প্রকটিত লীলা আর বৈকুণ্ঠবিলাস।
এক তত্ত্ব ভিন্ন নয়, দ্বিবিধ প্রকাশ॥

নিত্য লীলা নিত্য দাসগণের নিলয়।
এ প্রকট লীলাবদ্ধ জীবের আশ্রয়॥
অতএব বৃন্দাবন জীবের আবাস।
অসার সংসারে নিত্য তত্ত্বের প্রকাশ॥
বৃন্দাবনলীলা জীব করহ আশ্রয়।
আত্মগত রতিতত্ত্ব যাহে নিত্য হয়॥
জড়রতি খদ্যোতের আলোক অধম।
আত্মরতি সূর্য্যোদিয়ে হয় উপশম॥
জড়রতিগত যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
জীবের সম্বন্ধে সব উপাধিক ধর্ম্ম॥
জড়রতি হৈতে লোক ভোগ অবিরত।
জড়রতি ঐশ্বর্য্যের সদা অনুগত॥
জড়রতি জড়দেহে প্রভুসম ভায়।
মায়িক বিষয়ে সুখে জীবকে নাচায়॥
কভু তারে ল'য়ে যায় ব্রহ্মলোক যথা।
কভু তারে শিক্ষা দেয় যোগৈশ্বর্য্য-কথা॥
যোগৈশ্বর্য্য ভোগৈশ্বর্য্য সকলি সভয়।
বৃন্দাবনে আত্মরতি জীবের অভয়॥
শ্রীকৃষ্ণবিমুখ জন ঐশ্বর্য্যের আশে।
মায়িক জড়ীয় সুখে বদ্ধ মায়াপাশে॥
আকিঞ্চন আত্মরত কৃষ্ণরতি সার।
জানি, ভুক্তি-মুক্তি-আশা করে পরিহার॥

সংসারে জীবনযাত্রা অনায়াসে করি।
নিত্য দেহে নিত্য সেবে আত্মপ্রদ হরি॥
বর্ণমদ, বলমদ, রূপমদ যত।
বিসর্জ্জন দিয়া ভক্তিপথে হন রত॥
আশ্রমাদি বিধানেতে রাগ-দ্বেষহীন।
একমাত্র কৃষ্ণভক্তি জানি সমীচীন॥
সাধুগণ সঙ্গে সদা হরিলীলা-রসে।
যাপন করেন কাল নিত্য ধর্ম্মবশে॥
জীবনযাত্রার জন্য বৈদিক বিধান।
রাগ দ্বেষ বিসর্জ্জিয়া করেন সম্মান॥
সামান্য বৈদিক ধর্ম্ম অর্থ ফলপ্রদ।
অর্থ হৈতে কামলাভ মূঢ়ের সম্পদ॥
সেই ধর্ম্ম সেই অর্থ সেই কাম যত।
স্বীকার করেন দিন যাপনের মত॥
তাহাতে জীবনযাত্রা করেন নির্ব্বাহ।
জীবনের অর্থ কৃষ্ণভক্তির প্রবাহ॥
অতএব লিঙ্গহীন সদা সাধুজন।
দ্বন্দ্বাতীত হ'য়ে করেন শ্রীকৃষ্ণ ভজন॥
জ্ঞানের প্রয়াসে কাল না করি যাপন।
ভক্তিবলে নিত্য জ্ঞান করেন সাধন॥
যথা তথা বাস করি যে সে বস্ত্র পরি।
সুলব্ধ ভোজন দ্বারা দেহ রক্ষা করি॥

কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণসেবা আনন্দে মাতিয়া।
সদা কৃষ্ণলীলাগুণ ফিরেন গাইয়া॥
নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য প্রভু অবতার।
তাঁহার কৃপায় গায় সেবক কেদার॥

২

অপূর্ব্ব বৈষ্ণবতত্ত্ব! আত্মার আনন্দ-
প্রস্রবণ! নাহি যার তুলনা সংসারে।
স্বধর্ম্ম বলিয়া যার আছে পরিচয়
এ জগতে! এ তত্ত্বের বিবরণ শুন।
পরব্রহ্ম সনাতন আনন্দস্বরূপ,
নিত্যকাল রসরূপ রসের আধার—
পরাৎপর, অদ্বিতীয়, অনন্ত, অপার!!
তথাপি স্বরূপতত্ত্ব, শক্তি শক্তিমান,
লীলারসপরাকাষ্ঠা আশ্রয় স্বরূপ।
তর্ক কি সে তত্ত্ব কভু স্পর্শিবারে পারে?
রসতত্ত্ব সুগম্ভীর! সমাধি আশ্রয়ে
উপলব্ধ! আহামরি সমাধি কি ধন!!
সমধিস্থ হ'য়ে দেখ, সুস্থির অন্তরে,
হে সাধক! রসতত্ত্ব অখণ্ড আনন্দ;
কিন্তু তাহে আস্বাদক আস্বাদ্য বিধান,
নিত্যধর্ম্ম অনুস্যূত। অদ্বিতীয় প্রভু,
আস্বাদক কৃষ্ণরূপ,—আস্বাদ্য রাধিকা,

দ্বৈতানন্দ! পরানন্দ পীঠ বৃন্দাবন!
প্রাকৃত জগতে যার ছায়া বর্ত্তমান,
মায়াদাসী বিরচিতা! ছায়ার আশ্রয়ে
লভিছে সাধকবৃন্দ নিত্য প্রেমতত্ত্ব—
আদর্শ, যাহার নাম বিকুণ্ঠ কল্যাণ!!
যদি চাহ নিত্যানন্দ প্রবাহ সেবিতে
অবিরত, গুরু পাদাশ্রয় কর জীব।
নীরস ভজন সমুদায় পরিহরি
ব্রহ্ম চিন্তা আদি যত, সদা সাধ রতি,
কুসুমিত বৃন্দাবনে শ্রীরাসমণ্ডলে।
পুরুষত্ব অহংকার নিতান্ত দুর্ব্বল
তব। তুমি শুদ্ধ জীব! আস্বাদ্য স্বজন,
শ্রীরাধার নিত্যসখী! পরানন্দরস
অনুভবী! মায়াভোগ তোমার পতন!!!

৩

চিজ্জড়ের দ্বৈত যিনি করেন স্থাপন।
জড়ীয় কুতর্ক বলে হায়॥
ভ্রমজাল তার বুদ্ধি করে আচ্ছাদন।
বিজ্ঞান আলোক নাহি তায়॥

চিত্তত্ত্বে আদর্শ বলি জানে যেই জনে।
জড়ে অনুকৃতি বলি মানি॥
তাহার বিজ্ঞান শুদ্ধ রহস্য সাধনে।
সমর্থ বলিয়া আমি জানি॥

অতএব এ জগতে যাহা লক্ষ্য হয়।
বৈকুণ্ঠের জড় অনুকৃতি॥
নির্দ্দোষ বৈকুণ্ঠগত সত্তা সমুদয়।
সদোষ জড়ীয় পরিমিতি॥

বিকুণ্ঠ-নিলয়ে যেই অপ্রাকৃত রতি।
সুমধুর মহাভাবাবধি॥
তার তুচ্ছ অনুকৃতি পুরুষ প্রকৃতি।
সঙ্গসুখ সংক্লেশ জলধি॥

অপ্রাকৃত সিদ্ধ দেহ করিয়া আশ্রয়।
সহজ সমাধি যোগবলে॥
সাধক প্রকৃতিভাবে শ্রীনন্দ-তনয়।
ভজেন সর্ব্বদা কৌতূহলে॥

৪

জীবন সমাপ্তকালে করিব ভজন।
এবে করি গৃহসুখ॥
কখন একথা নাহি বলে বিজ্ঞজন।
এ দেহ পতনোন্মুখ॥

আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ।
নিশ্চিন্ত না থাক ভাই॥
যত শীঘ্র পার ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ।
জীবনের ঠিক নাই॥

৫

সংসার নির্ব্বাহ করি যাব আমি বৃন্দাবন।
ঋণত্রয় শুধিবারে করিতেছি সুযতন ॥
এ আশায় নাহি প্রয়োজন।
এমন দুরাশাবশে, যাবে প্রাণ অবশেষে,
না হইবে দীনবন্ধু-চরণ সেবন।
যদি সুমঙ্গল চাও, সদা কৃষ্ণনাম গাও,
গৃহে থাক বনে থাক ইথে তর্ক অকারণ ॥

উচ্ছ্বাস।

প্রার্থনা—দৈন্যময়ী।

১

কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণব-পদ-ছায়া ॥
কবে আমি ছাড়িব এ বিষয়াভিমান।
কবে বিষ্ণুজনে আমি করিব সম্মান ॥
গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব নিকটে।
দন্তে তৃণ করি দাঁড়াইব নিষ্কপটে ॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার-অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম ॥
শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর।
আমা লাগি কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর ॥
বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এ হেন পাষণ্ডপ্রতি হবেন সদয় ॥
কেদারের নিবেদন বৈষ্ণব-চরণে।
কৃপা করি সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে ॥

২

আমি ত পাষণ্ডরাজ সদা দুরাচার।
কোটী কোটী জন্মে মোর নাহিক উদ্ধার ॥

এ হেন দয়ালু কেবা এ জগতে আছে।
এমত পামরে উদ্ধারিয়া লয় কাছে॥
শুনিয়াছি শ্রীচৈতন্য পতিত-পাবন।
অনন্ত পাতকী জনে করিলে মোচন॥
এমত দয়ার সিন্ধু কৃপা বিতরিয়া।
কবে উদ্ধারিবে মোরে শ্রীচরণ দিয়া॥
এইবার বুঝা যাবে করুণা তোমার।
যদি এ পাষণ্ড জনে করিবে উদ্ধার॥
কর্ম্ম নাই, জ্ঞান নাই, কৃষ্ণভক্তি নাই।
তবে বল কিরূপে ও শ্রীচরণ পাই॥
ভরসা আমার মাত্র করুণা তোমার।
অহৈতুকী সে করুণা বেদের বিচার॥
তুমি ত পবিত্র পদ, আমি দুরাশয়।
কেমতে তোমার পদে পাইব আশ্রয়॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে পাষণ্ড কেদার।
পতিতপাবন নাম প্রসিদ্ধ তোমার॥

৩

ভবার্ণবে প'ড়ে মোর আকুল পরাণ।
কিসে কূল পাব তার না পাই সন্ধান॥
না আছে করম-বল নাহি জ্ঞানবল।
যাগ যোগ তপ ধর্ম্ম না আছে সম্বল॥

নিতান্ত দুর্ব্বল আমি না জানি সাঁতার।
এ বিপদে কে আমারে করিবে উদ্ধার॥
বিষয়-কুম্ভীর তাহে ভীষণ-দর্শন।
কামের তরঙ্গ সদা করে উত্তেজন॥
প্রাক্তন-বায়ুর বেগ সহিতে না পারি।
কাঁদিয়া অস্থির মন না দেখি কাণ্ডারী॥
ওগো শ্রীজাহ্নবা দেবি এদাসে করুণা।
কর আজ নিজগুণে ঘুচাও যন্ত্রণা॥
তোমার চরণ-তরি করিয়া আশ্রয়।
ভবার্ণব পার হব করেছি নিশ্চয়॥
তুমি নিত্যানন্দ শক্তি, কৃষ্ণভক্তিগুরু।
এদাসে করহ দান পদ-কল্পতরু॥
কত কত পাষণ্ডেরে ক'রেছ উদ্ধার।
তোমার চরণে আজ কাঙ্গাল কেদার॥

৪

বিষয়-বাসনারূপ পাষণ্ড বিকার।
আমার হৃদয়ে ভোগ করে অনিবার॥
কত যে যতন আমি করিলাম হায়।
না গেল বিকার বুঝি শেষে প্রাণ যায়॥
এ ঘোর বিকার মোরে করিল অস্থির।
শান্তি না পাইল স্থান অন্তর অধীর॥

শ্রীরূপ গোস্বামী মোরে কৃপা বিতরিয়া।
উদ্ধারিবে কবে যুক্ত-বৈরাগ্য অর্পিয়া॥
কবে সনাতন মোরে ছাড়ায়ে বিষয়।
নিত্যানন্দে সমর্পিবে হইয়া সদয়॥
শ্রীজীব গোস্বামী কবে সিদ্ধান্ত-সলিলে।
নিবাইবে তর্কানল, চিত্ত যাহে জ্বলে॥
শ্রীচৈতন্য নাম শুনে উদিবে পুলক।
রাধাকৃষ্ণামৃত পানে হইব অশোক॥
কাঙ্গালের সুকাঙ্গাল দুর্জ্জন কেদার।
বৈষ্ণব-চরণাশ্রয় যাচে অনিবার॥

৫

আমার সমান হীন নাহি এ সংসারে।
অস্থির হ'য়েছি পড়ি ভব-পারাবারে॥
কুলদেবী যোগমায়া মোরে কৃপা করি।
আবরণ সম্বরিবে কবে বিশ্বোদরী॥
শুনিছি আগমে বেদে মহিমা তোমার।
শ্রীকৃষ্ণ বিমুখে বাঁধি করাও সংসার॥
শ্রীকৃষ্ণ সাম্মুখ্য যার ভাগ্যক্রমে হয়।
তারে মুক্তি দিয়া কর অশোক অভয়*॥

* তন্মাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যোযোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতস্যা সংমোহ্যতে জগৎ॥
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে। ইত্যাদি—
(মার্কণ্ডেয়চণ্ডী-গ্রন্থে মেধস-বচনং।)

এদাসে জননী, করি অকৈতব দয়া।
বৃন্দাবনে দেহ স্থান ওগো মহামায়া॥
তোমাকে লঙ্ঘিয়া কোথা জীবে কৃষ্ণ পায়।
কৃষ্ণ রাস প্রকটিল তোমার কৃপায়॥
তুমি কৃষ্ণ-অনুচরী, জগত-জননী।
তুমি দেখাইলে মোরে কৃষ্ণ চিন্তামণি॥
নিষ্কপট হ'য়ে মাতা চাও মোর পানে।
বৈষ্ণবে বিশ্বাসবুদ্ধি হো'ক্ প্রতিক্ষণে॥
বৈষ্ণব-চরণ বিনা ভবাব্ধি উদ্ধার।
কভু না হইতে পারে দুর্জ্জন কেদার॥

প্রার্থনা—লালসাময়ী।

১

কবে মোর শুভ দিন হইবে উদয়।
বৃন্দাবন ধাম মম হইবে আশ্রয়॥
ঘুচিবে সংসারজ্বালা বিষয়-বাসনা।
বৈষ্ণব সংসর্গে মোর পূরিবে কামনা।
ধূলায় ধূসর হ'য়ে হরিসংকীর্ত্তনে।
মত্ত হ'য়ে পড়ে রব বৈষ্ণব-চরণে॥
কবে শ্রীযমুনাতীরে কদম্ব-কাননে।
হেরিব যুগল রূপ হৃদয়-নয়নে॥

কবে সখী কৃপা করি যুগল সেবায়।
নিযুক্ত করিবে মোরে রাখি নিজ পায়॥
কবে বা যুগললীলা করি দরশন।
প্রেমানন্দ ভরে আমি হব অচেতন॥
কতক্ষণ অচেতন পড়িয়া রহিব।
আপন শরীর আমি কবে পাশরিব॥
উঠিয়া স্মরিব পুনঃ অচেতন কালে।
যা দেখিনু কৃষ্ণলীলা ভাসি আঁখিজলে॥
কাকুতি মিনতি করি বৈষ্ণব সদনে।
বলিব ভকতি-বিন্দু দেহ এ দুর্জ্জনে॥
শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর চরণ শরণ।
এ দীন কেদার আশা করে অনুক্ষণ॥

২

শ্রীগুরু বৈষ্ণব-কৃপা কত দিনে হবে।
উপাধিরহিত রতি চিত্তে উপজিবে॥
কবে সিদ্ধ দেহ মোর হইবে প্রকাশ।
সখী দেখাইবে মোরে যুগল বিলাস॥
দেখিতে দেখিতে রূপ হইব বাতুল।
কদম্ব-কাননে যাব ত্যজি জাতিকুল॥
স্বেদ কম্প পুলকাশ্রু বৈবর্ণ্য প্রলয়।
স্তম্ভ স্বরভেদ কবে হইবে উদয়॥

ভাবময় বৃন্দাবন হেরিব নয়নে।
সখীর কিঙ্করী হ'য়ে সেবিব দুজনে॥
কবে নরোত্তম সহ সাক্ষাৎ হইবে।
কবে বা প্রার্থনা-রস চিত্তে প্রবেশিবে॥
চৈতন্যদাসের দাস কেদার দুর্ম্মতি।
কর যুড়ি মাগে আজ শ্রীচৈতন্যে মতি॥

৩

আমার এমন ভাগ্য কত দিনে হবে।
আমারে আপন বলি জানিবে বৈষ্ণবে॥
শ্রীগুরুচরণামৃত মাধ্বিক সেবনে।
মত্ত হ'য়ে কৃষ্ণগুণ গাব বৃন্দাবনে॥
কর্ম্মী জ্ঞানী কৃষ্ণদ্বেষী বহির্ম্মুখ জন।
ঘৃণা করি অকিঞ্চনে করিবে বর্জ্জন॥
কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ করিবে সিদ্ধান্ত।
আচাররহিত আমি নিতান্ত অশান্ত॥
বাতুল বলিয়া মোরে পণ্ডিতাভিমানী।
ত্যজিবে আমার সঙ্গ মায়াবাদী জ্ঞানী॥
কুসঙ্গরহিত দেখি বৈষ্ণব সুজন।
কৃপা করি আমারে দিবেন আলিঙ্গন॥
স্পর্শিয়া বৈষ্ণবদেহ দুর্জ্জন কেদার।
আনন্দে লভিবে কবে সাত্ত্বিক বিকার॥

৪

চৈতন্যচন্দ্রের লীলা-সমুদ্র অপার।
বুঝিতে শকতি নাহি এই কথা সার॥
শাস্ত্রের অগম্য তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ আমার।
তাঁর লীলা অন্ত বুঝে শকতি কাহার॥
তবে মূর্খজন কেন শাস্ত্র বিচারিয়া।
গৌরলীলা নাহি মানে অন্ত না পাইয়া॥
অনন্তের অন্ত আছে কোন শাস্ত্রে গায়।
শাস্ত্রাধীন কৃষ্ণ ইহা শুনি হাঁসি পায়॥
কৃষ্ণ হইবেন গোরা ইচ্ছা হ'ল তাঁর।
সবৈকুণ্ঠ নবদ্বীপে হৈলা অবতার॥
যখন আসেন কৃষ্ণ জীব উদ্ধারিতে।
সঙ্গে সব সহচর আসে পৃথিবীতে॥
গোরা অবতারে তাঁর শ্রীজয় বিজয়।
নবদ্বীপে শত্রুভাবে হইল উদয়॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারে অসুর আছিল।
শাস্ত্রে বলে পণ্ডিত হইয়া জনমিল*॥
স্মৃতি তর্কশাস্ত্র বলে বৈর প্রকাশিয়া।
গোরাচাঁদ সহ রণ করিল মাতিয়া॥

* "রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, রাম অবতারে জয়বিজয়ের অবতার রাবণ ও কুম্ভকর্ণ গৌরাবতারে গৌরাঙ্গবিরোধী স্মার্ত্ত ও নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণরূপে অবতীর্ণ হইয়া বিতর্কযুদ্ধে গৌর-লীলার পুষ্টি করিয়াছিলেন।

অতএব নবদ্বীপবাসী যত জন।
শ্রীচৈতন্যলীলা পুষ্টি করে অনুক্ষণ॥
এখন যে ব্রহ্মকুলে চৈতন্যের অরি।
তাকে জানি চৈতন্যের লীলা-পুষ্টিকারী॥
শ্রীচৈতন্য অনুচর শত্রু মিত্র যত।
সকলের শ্রীচরণে হইলাম নত॥
তোমরা করহ কৃপা এদাসের প্রতি।
চৈতন্যে সুদৃঢ় কর কেদারের মতি॥

৫

কবে মোর মূঢ় মন ছাড়ি অন্য ধ্যান।
শ্রীকৃষ্ণচরণে পাবে বিশ্রামের স্থান॥
কবে আমি জানিব আপনে অকিঞ্চন।
আমার অপেক্ষা ক্ষুদ্র নাহি অন্য জন॥
কবে আমি আচাণ্ডালে করিব প্রণতি।
কৃষ্ণভক্তি মাগি লব করিয়া মিনতি॥
সর্ব্বজীবে দয়া মোর কত দিনে হবে।
জীবের দুর্গতি দেখি লোতক পড়িবে॥
কাঁদিতে কাঁদিতে আমি যাব বৃন্দাবন।
ব্রজধামে বৈষ্ণবের লইব শরণ॥
ব্রজবাসী সন্নিধানে যুড়ি দুই কর।
জিজ্ঞাসিব লীলাস্থান হইয়া কাতর॥

ওহে ব্রজবাসী মোরে অনুগ্রহ করি।
দেখাও কোথায় লীলা করিলেন হরি॥
তবে কোন ব্রজজন সকৃপ অন্তরে।
আমারে যাবেন ল'য়ে বিপিন ভিতরে॥
বলিবেন দেখ এই কদম্ব-কানন।
যথা রাসলীলা কৈল ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
ঐ দেখ নন্দগ্রাম নন্দের আবাস।
ঐ দেখ বলদেব যথা কৈল বাস॥
ঐ দেখ যথা হৈল দুকুল হরণ।
ঐ স্থানে বকাসুর হইল নিধন॥
এইরূপ ব্রজজন সহ বৃন্দাবনে।
দেখিব লীলার স্থান সতৃষ্ণ নয়নে॥
কভু বা যমুনাতীরে শুনি বংশীধ্বনি।
অবশ হইয়া লাভ করিব ধরণী॥
কৃপাময় ব্রজজন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি।
পান করাইবে জল পূরিয়া অঞ্জলি॥
হরিনাম শুনে পুনঃ পাইয়া চেতন।
ব্রজ জন সহ আমি করিব ভ্রমণ॥
কবে হেন শুভদিন হইবে আমার।
মাধুকরী করি বেড়াইব দ্বার' দ্বার॥
যমুনা-সলিল পিব অঞ্জলি ভরিয়া।
দেবদ্বারে রাত্রিকালে রহিব শুইয়া॥

যখন আসিবে কাল এ ভৌতিক পুর।
জলজন্তু মহোৎসব হইবে প্রচুর॥
সিদ্ধ-দেহে নিজ কুঞ্জে সখীর চরণে।
নিত্যকাল থাকিয়া সেবিব কৃষ্ণধনে॥
এই সে প্রার্থনা করে পামর কেদার।
শ্রীজাহ্নবা মোরে দয়া কর এইবার॥

বিজ্ঞপ্তি।

শ্রীরাগ।

১

গোপীনাথ মম নিবেদন শুন।
পাষণ্ড দুর্জ্জন, সদা কামরত, কিছু নাই মোর গুণ॥
গোপীনাথ আমার ভরসা তুমি।
তোমার চরণে, লইনু শরণ, তোমার কিঙ্কর আমি॥
গোপীনাথ কেমনে শোধিবে মোরে।
না জানি ভকতি, কর্ম্মে জড়মতি, প'ড়েছি সংসার-ঘোরে॥
গোপীনাথ সকলি তোমার মায়া।
নাহি মম বল, জ্ঞান সুনির্ম্মল, স্বাধীন নহে এ কায়া॥
গোপীনাথ নিয়ত চরণে স্থান।
মাগে এ পামর, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, কর হে করুণা দান॥
গোপীনাথ তুমি ত সকলি পার।
পাষণ্ডে তারিতে, তোমার শকতি, কে আছে পাপীর আর॥

গোপীনাথ তুমি কৃপা পারাবার।
জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে, লীলা কৈলে সুবিস্তার
গোপীনাথ আমি কি দোষের দোষী।
অসুর সকল, পাইল চরণ, কেদার থাকিবে বসি॥

২

গোপীনাথ ঘুচাও সংসার-জ্বালা।
অবিদ্যা-যাতনা, আর নাহি সহে, জনম মরণ মালা॥
গোপীনাথ আমি ত কামের দাস।
বিষয়-বাসনা, জাগিছে হৃদয়ে, ফাঁদিছে করম-ফাঁস॥
গোপীনাথ কবে বা জাগিব আমি।
কামরূপ অরি, দূরে ত্যায়াগিব, হৃদয়ে স্ফূরিবে তুমি॥
গোপীনাথ আমি ত তোমার জন।
তোমারে ছাড়িয়া, সংসার ভজিনু, ভুলিনু আপন ধন॥
গোপীনাথ তুমি ত সকলি জান।
আপনার জনে, দণ্ডিয়া এখন, শ্রীচরণে দেহ স্থান॥
গোপীনাথ এই কি বিচার তব।
বিমুখ দেখিয়া, ছাড় নিজ জনে, না কর করুণালব॥
গোপীনাথ আমি ত মূরখ অতি।
কিসে হয় ভাল, কভু না বুঝিনু, তাই হেন মম গতি॥
গোপীনাথ তুমি ত পণ্ডিতবর।
মূঢ়ের মঙ্গল, তুমি অন্বেষিবে, কেদারে না ভাব পর॥

৩

গোপীনাথ আমার উপায় নাই।
তুমি কৃপা করি, আমারে লইলে, সংসারে উদ্ধার পাই॥
গোপীনাথ প'ড়েছি মায়ার ফেরে।
ধন দারা সুত, ঘিরেছে আমারে, কামেতে রেখেছে জেরে॥
গোপীনাথ মন যে পাগল মোর।
না মানে শাসন, সদা অচেতন, বিষয়ে র'য়েছে ঘোর॥
গোপীনাথ হার যে মেনিছি আমি।
অনেক যতন, হইল বিফল, এখন ভরসা তুমি॥
গোপীনাথ কেমনে হইবে গতি।
প্রবল ইন্দ্রিয়, বশীভূত মন, না ছাড়ে বিষয়-রতি॥
গোপীনাথ হৃদয়ে বসিয়া মোর।
মনকে শমিয়া, লহ নিজ পানে, ঘুচিবে বিপদ ঘোর॥
গোপীনাথ অনাথ দেখিয়া মোরে।
তুমি হৃষীকেশ, হৃষীক দমিয়া, তার হে সংস্থতি ঘোরে॥
গোপীনাথ গলায় লেগেছে ফাঁস।
কৃপা-অসি ধরি, বন্ধন ছেদিয়া, কেদারে করহ দাস॥

৪

সুহই।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ পদকমলে মন।
কেমনে লভিবে চরম শরণ॥
চিরদিন করিয়া ও চরণ আশ।
আছে হে বসিয়া এ অধম দাস॥

হে রাধে হে কৃষ্ণচন্দ্র ভক্ত-প্রাণ।
পামরে যুগল ভক্তি কর দান॥
ভক্তিহীন বলি না কর উপেক্ষা।
মূর্খজনে দেহ জ্ঞান-সুশিক্ষা॥
বিষয়-পিপাসা প্রপীড়িত দাসে।
দেহি অধিকার যুগল বিলাসে॥

৫

সিন্ধুড়া।

চঞ্চল জীবন, স্রোত প্রবাহিয়া,
কালের সাগরে ধায়।
গেল যে দিবস, না আসিবে আর,
এবে কৃষ্ণ কি উপায়॥
তুমি পাষণ্ড জনের বন্ধু।
জানি হে তোমারে নাথ, তুমি ত করুণাজলসিন্ধু॥
আমি ভাগ্যহীন, অতি অর্ব্বাচীন,
না জানি ভকতি-লেশ।
নিজ গুণে নাথ, কর আত্মসাৎ,
ঘুচাইয়া ভব-ক্লেশ॥
সিদ্ধ দেহ দিয়া, বৃন্দাবন মাঝে,
সেবামৃত কর দান।
পিয়াইয়া প্রেম, মত্ত করি মোরে,
শুন নিজ গুণগান॥

যুগল সেবায়, শ্রীরাসমণ্ডলে,
নিযুক্ত কর আমায়।
ললিতা সখীর, অযোগ্যা কিঙ্করী,
কেদার ধরিছে পায়॥

উল্লাসকীর্ত্তন।

নামকীর্ত্তন।

১

ললিত।

বিভাবরী শেষ, আলোক প্রবেশ,
নিদ্রা ছাড়ি উঠ জীব।
বল হরি হরি, মুকুন্দমুরারি,
রাম কৃষ্ণ হয়গ্রীব॥
নৃসিংহ বামন, শ্রীমধুসূদন,
ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যাম।
পূতনা-ঘাতন, কৈটভ-শাতন,
জয় দাশরথি রাম॥
যশোদাদুলাল, গোবিন্দ গোপাল,
বৃন্দাবন পুরন্দর।
গোপীপ্রিয়জন, রাধিকারমণ,
ভুবনসুন্দর বর॥

হে রাধে হে কৃষ্ণচন্দ্র ভক্ত-প্রাণ।
পামরে যুগল ভক্তি কর দান॥
ভক্তিহীন বলি না কর উপেক্ষা।
মূর্খজনে দেহ জ্ঞান-সুশিক্ষা॥
বিষয়-পিপাসা প্রপীড়িত দাসে।
দেহি অধিকার যুগল বিলাসে॥

৫

সিন্ধুড়া।

চঞ্চল জীবন, স্রোত প্রবাহিয়া,
কালের সাগরে ধায়।
গেল যে দিবস, না আসিবে আর,
এবে কৃষ্ণ কি উপায়॥
তুমি পাষণ্ড জনের বন্ধু।
জানি হে তোমারে নাথ, তুমি ত করুণাজলসিন্ধু॥
আমি ভাগ্যহীন, অতি অর্ব্বাচীন,
না জানি ভকতি-লেশ।
নিজ গুণে নাথ, কর আত্মসাৎ,
ঘুচাইয়া ভব-ক্লেশ॥
সিদ্ধ দেহ দিয়া, বৃন্দাবন মাঝে,
সেবামৃত কর দান।
পিয়াইয়া প্রেম, মত্ত করি মোরে,
শুন নিজ গুণগান॥

যুগল সেবায়, শ্রীরাসমণ্ডলে,
নিযুক্ত কর আমায়।
ললিতা সখীর, অযোগ্যা কিঙ্করী,
কেদার ধরিছে পায়॥

উচ্ছ্বাসকীর্ত্তন।

নামকীর্ত্তন।

১

ললিত।

বিভাবরী শেষ, আলোক প্রবেশ,
নিদ্রা ছাড়ি উঠ জীব।
বল হরি হরি, মুকুন্দমুরারি,
রাম কৃষ্ণ হয়গ্রীব॥
নৃসিংহ বামন, শ্রীমধুসূদন,
ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যাম।
পূতনা-ঘাতন, কৈটভ-শাতন,
জয় দাশরথি রাম॥
যশোদাদুলাল, গোবিন্দ গোপাল,
বৃন্দাবন পুরন্দর।
গোপীপ্রিয়জন, রাধিকারমণ,
ভুবনসুন্দর বর॥

রাবণান্তকর, মাখন-তস্কর,
গোপীজন-বস্ত্রহারী।
ব্রজের রাখাল, গোপবৃন্দপাল,
চিত্তহারী বংশীধারী॥

২

যোগীন্দ্রবন্দন, শ্রীনন্দনন্দন,
ব্রজজন-ভয়হারী।
নবীন নীরদ, রূপ মনোহর,
মোহন বংশীবিহারী॥
যশোদানন্দন, কংসনিসূদন,
নিকুঞ্জ-রাসবিলাসী।
কদম্ব কানন, রাসপরায়ণ,
বৃন্দাবিপিন-নিবাসী॥
আনন্দবর্দ্ধন, প্রেমনিকেতন,
ফুলশরযোজক কাম।
গোপাঙ্গনাগণ, চিত্তবিনোদন,
সমস্ত গুণগণধাম॥
যামুন জীবন, কেলিপরায়ণ,
মানস-চন্দ্রচকোর।
নাম সুধা-রস, গাও কৃষ্ণ-যশ,
রাখ বচন জীব মোর॥

রূপকীর্ত্তন।

১

কামোদ।

জনম সফল তার, কৃষ্ণ দরশন যার,
ভাগ্যে হইয়াছে একবার।
বিকাশিয়া হৃন্নয়ন, করি কৃষ্ণ দরশন,
ছাড়ে জীব চিত্তের বিকার॥
বৃন্দাবন-কেলিচতুর বনমালী।
ত্রিভঙ্গভঙ্গিমা রূপ, বংশীধারী অপরূপ,
রসময় নিধিগুণশালী॥
বর্ণ নব জলধর, শিরে শিখিপিচ্ছবর,
অলকা তিলক শোভা পায়।
পরিধান পীতবাস, বদনে মধুর হাস,
হেন রূপ জগত মাতায়॥

২

ইন্দ্রনীল জিনি, কৃষ্ণরূপখানি,
হেরিয়া কদম্বমূলে।
মন উচাটন, না চলে চরণ,
সংসার গেলাম ভুলে॥
(সখি হে) সুধাময়, সে রূপমাধুরী।
দেখিলে নয়ন, হয় অচেতন,
ঝরে প্রেমময় বারি॥

কিবা চূড়া শিরে, কিবা বংশী করে,
কিবা সে ত্রিভঙ্গ ঠাম।
চরণকমলে, অমিয়া উছলে,
তাহাতে নূপুরদাম॥
সদা আশা করি, ভৃঙ্গরূপ ধরি।
চরণ-কমলে স্থান।
অনায়াসে পাই, কৃষ্ণগুণ গাই,
আর না ভজিব আন॥

গুণকীর্ত্তন।

১

ধানশী।

বহির্ম্মুখ হয়ে, মায়ারে ভজিয়ে,
সংসারে হইনু রাগী।
কৃষ্ণ দয়াময়, প্রপঞ্চে উদয়,
হইলা আমার লাগি॥
(সখি হে) কৃষ্ণচন্দ্র গুণের সাগর।
অপরাধী জনে, কৃপা বিতরণে,
শুধিতে নহে কাতর॥
সংসারে আসিয়া, প্রকৃতি ভজিয়া,
পুরুষাভিমানে মরি।
কৃষ্ণ দয়া করি, নিজে অবতরি,
বংশীরবে নিল হরি॥

এমন রতনে, বিশেষ যতনে,
ভজ সখি অবিরত।
কেদার এখনে, শ্রীকৃষ্ণচরণে,
গুণে বাঁধা সদা নত॥

২

ভাটীয়ারি।

শুন হে রসিক জন, কৃষ্ণগুণ অগণন,
অনন্ত কহিতে নাহি পারে।
কৃষ্ণ জগতের গুরু, কৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু,
নাবিক সে ভব-পারাবারে॥
হৃদয় পীড়িত যার, কৃষ্ণ চিকিৎসক তার,
ভব-রোগ নাশিতে চতুর।
কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ জনে, প্রেমামৃত বিতরণে,
ক্রমে লয় নিজ অন্তঃপুর॥
কর্ম্মবন্ধ জ্ঞানবন্ধ, আবেশে মানব অন্ধ,
তারে কৃষ্ণ করুণা-সাগর।
পাদপদ্ম-মধু দিয়া, অন্ধভাব ঘুচাইয়া,
চরণে করেন অনুচর॥
বিধিমার্গরত জনে, স্বাধীনতা-রত্নদানে,
রাগমার্গে করান প্রবেশ।
রাগ বশোবর্ত্তী হ'য়ে, পারকীয় ভাবাশ্রয়ে,
লভে জীব কৃষ্ণপ্রেমাবেশ॥

প্রেমামৃতবারিধারা, সদা পানরত তাঁরা,
কৃষ্ণ তাঁহাদের বন্ধুপতি।
সেই সব ব্রজজন, সুকল্যাণ-নিকেতন,
দীন হীন কেদারের গতি॥

লীলাকীর্ত্তন।

১

ধানশী।

জীবে কৃপা করি, বৈকুণ্ঠের হরি,
ব্রজভাব প্রকাশিল।
সে ভাবরসজ্ঞ, বৃন্দাবনযোগ্য,
জড়বুদ্ধি না হইল॥
কৃষ্ণলীলা-সমুদ্র অপার।
বৈকুণ্ঠ-বিহার, সমান ইহার,
কভু নহে জান সার॥
কৃষ্ণ নরাকার, সর্ব্বরসাধার,
শৃঙ্গারের বিশেষতঃ।
বৈকুণ্ঠ সাধক, সখ্যে অপারক,
মধুরে না হয় রত॥
ব্রজে কৃষ্ণধন, নবীন মদন,
অপ্রাকৃত রসময়।
জীবের সহিত, নিত্য লীলোচিত,
কৃষ্ণ-গুণগণ হয়॥

২

ধানশী।

যমুনাপুলিনে, কদম্ব-কাননে,
কি হেরিনু সখি আজ।
শ্যাম বংশীধারী, মণিমঞ্চোপরি,
করে লীলা রসরাজ॥
কৃষ্ণকেলি সুধা-প্রস্রবণ।
অষ্টদলোপরি, শ্রীরাধা শ্রীহরি,
অষ্ট সখি পরিজন॥
সুগীত নর্ত্তনে, সব সখীগণে,
তুষিছে যুগলধনে।
কৃষ্ণলীলা হেরি, প্রকৃতি সুন্দরী,
বিস্তারিছে শোভা বনে॥
ঘরে না যাইব, বনে প্রবেশিব,
ও লীলা রসের তরে।
ত্যজি কুললাজ, ভজ ব্রজরাজ,
কেদার মিনতি করে॥

রসকীর্ত্তন।

তত্র অভিসার।

১

কামোদ।

কৃষ্ণবংশীগীত শুনি, দেখি চিত্রপটখানি,
লোকমুখে গুণ শ্রবণিয়া।
পূর্ব্বরাগাক্রান্ত চিত, উন্মাদলক্ষণান্বিত,
সখীসঙ্গে চলিল ধাইয়া॥
নিকুঞ্জকাননে করিল অভিসার।
না মানিল নিবারণ, গৃহকার্য্য অগণন,
ধর্ম্মাধর্ম্ম না করি বিচার॥
যমুনাপুলিনে গিয়া, সখীগণে সম্বোধিয়া,
জিজ্ঞাসিল প্রিয়ের উদ্দেশ।
ছাড়িল প্রাণের ভয়, বনেতে প্রবেশ হয়,
বংশীধ্বনি করিয়া নির্দ্দেশ॥
নদী যথা সিন্ধু প্রতি, ধায় অতি বেগবতী,
সেইরূপ রসবতী সতী।
অতিবেগে কুঞ্জবনে, গিয়া কৃষ্ণ সন্নিধানে,
আত্ম-নিবেদনে কৈল মতি॥

কেন মোর দুর্ব্বলা লেখনী নাহি সরে।
অভিসার আরম্ভিয়া লক্ষম্প অন্তরে॥
মিলন সম্ভোগ বিপ্রলম্ভাদি বর্ণন।
প্রকাশ করিতে নাহি সরে মম মন॥
দুর্ভাগা না বুঝে রাসলীলা তত্ত্বসার।
শূকর যেমন নাহি চিনে মুক্তাহার॥
অধিকার-হীন-জন-মঙ্গল চিন্তিয়া।
কীর্ত্তন করিনু শেষ, কাল বিচারিয়া॥

কীর্ত্তন সমাপ্ত।

রসসঙ্কেত।

১

এবে আমি রসতন্ত্র সংক্ষেপ বর্ণনে।
প্রবৃত্ত হইনু সবে শুন এক মনে॥
এ তত্ত্ব বুঝিতে যার হইবে শকতি।
সম্ভোগাদি রস গানে হবে তার মতি॥

২

অখণ্ড রসের ভাব, রাস বলি তারে।
জীবের চরম লাভ বেদান্ত বিচারে*॥
সেই রস সিদ্ধবস্তু বৈকুণ্ঠের প্রাণ।
যাহার সাধনে শিষ্ট জীব যত্নবান্॥

৩

বিভাব ও অনুভাব আর যে সঞ্চারী।
এই ভাবত্রয়ব্যক্ত প্রধান বিহারী॥
স্থায়ীভাব, স্বাদ্যত্ত্ব লভিলে রস হয়†।
অলঙ্কার-শাস্ত্রে এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয়॥

---

* বেদান্তসূত্র যথা—(অ ৪। পা ৪। সূত্র ২১।) ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ

† স্থায়িভাবো বিভাবানুভাবৈঃ সঞ্চারিভিস্তথা।
স্বাদ্যত্বং নীয়মানোসৌ রস ইত্যভিধীয়তে॥
শ্রীসনাতনগোস্বামীচরণৈরুক্তমিতি।

৪

চিত্তত্ত্ব আত্মার সত্তা, রতি তার ধর্ম্ম।
রতি তাই স্থায়ীভাব, বুঝ তার মর্ম্ম॥
আনুকূল্যাত্মিকা জ্ঞপ্তি লিপ্সোল্লাসময়।
রতির জানিবে এই মূল পরিচয়॥

৫

যে ভাব বিশেষরূপে রসের আশ্রয়।
রত্যাস্বাদ হেতু তার বিভাবাখ্যা হয়॥
বিভাব দ্বিবিধ, আলম্বন, উদ্দীপন।
তদভাবে রতির না হয় প্রবোধন॥

৬

বিষয়, আশ্রয়, আলম্বন দ্বিপ্রকার।
আশ্রয়ে রতির স্থিতি বিষয়ে প্রচার॥
ভক্ত আর কৃষ্ণ দুই বিষয় আশ্রয়।
পরস্পর রতিকার্য্যে জানহ নিশ্চয়॥

৭

কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তগুণ চেষ্টা উদ্দপন।
রতিকার্য্যে, বলিয়া জানহ ভক্ত জন॥
আলম্বন উদ্দীপন অভাব হইলে।
না হয় রতির ব্যক্তি, বিজ্ঞজনে বলে॥

৮

আঙ্গিক, সাত্ত্বিক, অনুভাব দ্বিপ্রকার।
নৃত্যগীত লুণ্ঠনাদি আঙ্গিক বিকার॥
স্তম্ভ, স্বেদ, স্বরভঙ্গ, রোমাঞ্চ, প্রলয়।
কম্প, অশ্রু, বৈবর্ণ্যাষ্ট সাত্ত্বিক নিশ্চয়॥

৯

বিভাব কারণ হয় রতিপ্রবোধনে।
অনুভাব কার্য্য তার বলে বুধগণে॥
নির্ব্বেদাদি তেত্রিশটী ভাব যে সঞ্চারী*।
রতির ব্যাপারে কভু হয় সহকারী॥

১০

আশ্রয় বিষয় রূপ বিভাব উদয়ে।
সম্বন্ধ নামক ভাব উদিবে হৃদয়ে॥
শান্ত, দাস্য, সখ্য, আর বাৎসল্য, শৃঙ্গার†।
এ পঞ্চ সম্বন্ধভাবে রতির বিহার॥

১১

অনুভাব বিভাবাদি সামগ্রী আশ্রয়ে।
সম্বন্ধরূপিণী রতি বাড়েন হৃদয়ে॥
প্রেম, স্নেহ, প্রণয়াদি, মান, রাগ আর।
অনুরাগ, মহাভাব, রূপপ্রাপ্তি তাঁর‡॥

* কারণান্যথ কার্য্যাণি সহকারিণী যানিচ।
তান্যেব ব্যপদিশ্যন্তে বিভাবাদ্যাশ্চয়া রসে॥
ইহাতে জ্ঞাতব্য এই যে, স্থায়ীভাব যে রতি তাহাই রস হয়। বিভাব তাহার কারণ, অনুভাব তাহার কার্য্য, সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব তাহার সহকারী এই রসতত্ত্ব বোধ হইলে ব্রজতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হয়।

† শান্তিঃ প্রীতিস্তথা সখ্যং বাৎসল্যং প্রিয়তাচ সঃ।
জ্ঞানাদর নিজৈকত্ব রূপাবল্লভ ভাবতঃ॥ ইতি শ্রীগোস্বামীপাদবচনং।

‡ রতিঃ প্রেমা তথা স্নেহঃ প্রণয়োমানরাগকৌ।
অনুরাগমহাভাবাবেতে ভাবক্রমা মতাঃ॥ তত্রৈব।

১২

পুষ্টরতি শৃঙ্গারাখ্যা রসতা লভিলে।
বৃন্দাবনে রাসলীলা সহজেতে মিলে॥
পরব্রহ্মানন্দরূপ কৃষ্ণানন্দ রস।
উদিয়া জীবের চিত্ত করে ভক্তিবশ॥

১৩

কর্ম্মানন্দ যোগানন্দ ব্রহ্মানন্দ যত*।
কৃষ্ণানন্দ সূর্য্য প্রতি খদ্যোতের মত॥
ক্ষয় হ'য়ে লুপ্ত হয় রসের তরঙ্গে।
একমাত্র রসানন্দ নৃত্য করে রঙ্গে॥

১৪

যে রতির গতি কৃষ্ণে করিনু বিচার।
সেই রতি বদ্ধ জীবে জড়ীয় বিকার॥
ভজিয়া আত্মাকে করে কৃষ্ণ হ'তে দূর।
বিষয়বিলাসে চেষ্টা দেখায় প্রচুর॥

১৫

জড়গতা রতির আশ্রয় দুষ্ট মন।
জড়ীয় রূপাদি তার বিষয় সাধন॥
জড়ের মোহিনী ভাব উদ্দীপন তার।
জড়গত সম্বন্ধেতে ভাবের বিকার॥

* ব্রহ্মানন্দোভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ।
নৈতিভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

১৬

জড়রতি - বিষয়ক শাস্ত্র এইক্ষণে।
অলঙ্কার নামে প্রচলিত সাধারণে * ॥
কালে লুপ্ত ব্রহ্মরতি ব্যাখ্যান কারণ।
শ্রীচৈতন্য অবতার মানে সাধুজন ॥

১৭

ঊর্দ্ধগত রতি হয় জীবের স্বধর্ম্ম।
অধোগত রতি তার পতনের কর্ম্ম ॥
স্বারূপ্য উভয়ে সদা হইবে লক্ষিত।
আদর্শের ছায়াবিম্ব জানহ নিশ্চিত ॥

১৮

তথাপি প্রাকৃত এক অপ্রাকৃত আর।
প্রাকৃত জীবের পক্ষে তুচ্ছ, ঘৃণ্য, ছার ॥
অপ্রাকৃত রতিতত্ত্ব জীবের মঙ্গল।
শিব শুক নারদাদি ভক্তের সম্বল ॥

---

* লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃতনায়কে।
ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাসাস্বাদার্থমবতারিণি ॥

এই উজ্জ্বল নীলমণিবচন হইতে দৃষ্ট হইবে যে, প্রাকৃত নায়ক সম্বন্ধীয় রতি তুচ্ছ ও তদ্বর্ণক অলঙ্কারশাস্ত্র, ব্রহ্মরতিবোধক অলঙ্কারশাস্ত্রের জুগুপ্সিত অপকৃতি মাত্র। ব্রহ্মরসতত্ত্বরূপ একখানি অলঙ্কারসংগ্রহ পরে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছি।

১৯

যদি চাও নিত্যরসে করিতে প্রবেশ।
মায়িক বিষয়ে নাহি কর রাগ দ্বেষ ॥
মায়িক ফলিত রতি লক্ষি ব্রহ্মরতি*।
সন্ধান করহ ছাড়ি শুষ্ক জ্ঞানমতি ॥

২০

সত্য সত্য জানিয়াছি এই তত্ত্ব ভাই।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তব আর কিছু নাই ॥
কৃষ্ণভক্তি বিনা যত বস্তু তুচ্ছ ছার।
অমঙ্গলদাতা সব অনিত্য অসার ॥

২১

তোমাকে কুশলকর্ম্মা বলিব তখন।
নির্দ্বন্দ্বে সংসারযাত্রা করিয়া যাপন ॥
শ্রীচৈতন্যরূপ গুরুদেব পদাশ্রয়ে।
ভজিবে যুগল ধন বৈকুণ্ঠ নিলয়ে ॥

---

* অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের এই শুকদেবোক্ত বচন হইতে ইহাই সংগ্রহ করিতে হয়, যে মায়াফলিত রতিব্যাপারকে লক্ষ্য করত অপ্রাকৃত অনুচৈতন্য ও বিভুচৈতন্যের পরমা রতির তত্ত্ব জানিয়া, জীব সকল আপনাদিগকে স্ত্রীত্বে বরণ করত কৃষ্ণরূপ একমাত্র পরমপুরুষে নিত্য পতিত্ব স্বীকার করিবে।

২২

জীবনে মরণে যবে হ'য়ে উদাসীন।
হবে কৃষ্ণরতিরস সাগরের মীন॥
কর্ম্ম প্রতি বীরভাব দয়া সর্ব্বজীবে।
চিত্তে তব কৃষ্ণভক্তি সহ উপজিবে॥

২৩

নিরাকার সাকারাদি কুতর্ক ছাড়িয়া।
সর্ব্বত্র হেরিবে কৃষ্ণে ভক্তিরস পিয়া॥
সর্ব্বজীবে সমবুদ্ধি হইবে যখন।
তোমাকে কুশলকর্ম্মা বলিব তখন॥

যা ভক্তির্জভাবতত্ত্ববিষয়া চিদ্বিশেষোদ্বোধিনী
শ্রীচৈতন্যপ্রভোঃ প্রসাদবিদিতা মাধুর্য্যস্ফূর্ত্ত্যাত্মিকা।
মায়াজালবিতানভেদনকরী সাযুজ্যসংমার্জ্জনী
সা বৈকুণ্ঠবিলাসস্বাদনময়ী জাগর্ত্তু নশ্চেতসি॥

সমাপ্ত।

Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press,
249, Bow-Bazar Street, Calcutta.